বিজ্ঞাপন ।

দেশ, কাল, রোগ ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া মাত্রা বিধান করা উচিত বিবেচনায় কোন ঔষধেরই পরিমাণ দেওয়া হয় নাই। অন্যান্য রসায়ন গ্রন্থে যেরূপ ঔষধের নাম ও মাত্রা বিধান করা আছে তাহাতে সকলের পক্ষে সঙ্গত হয় না। রসায়ন ঔষধ যেমন আশু প্রতিকারক তেমন প্রাণ নাশক ; অশোধিত কোন ধাতুই দেওয়া নিষেধ।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক।

রসায়ন চিকিৎসার সূচীপত্র।

ইতি রসায়ন চিকিৎসার সূচীপত্র।

ধাতুবিষয়ক সূচীপত্র।

ইতি ধাতু বিষয়ক সূচীপত্র।

গুণ পর্য্যায়ের সূচীপত্র।

ইতি গুণ পর্য্যায়ের সূচী।

শোধন ও মারণ প্রকরণের সূচীপত্র।

শোধন মারণ প্রকরণের সূচীপত্র।

—০০—

ধাত্বাদির সংক্ষেপ শোধনের সূচীপত্র।

ইতি ধাত্বাদির সংক্ষেপ শোধনের সূচীপত্র।

বিবিধ বিষয়কের সূচীপত্র।

ইতি বিবিধ বিষয়কের সূচীপত্র।

রসায়ন চিকিৎসা।

বিরেচকে।

পারা, সোহাগা, গন্ধক, তাম্র, হরিতাল, বিষ, পিত্তল, মনঃশিলা, বক্কুষ্ঠ।

ভাবনা।

মরিচ, শুঁঠ, জয়পাল, বিট্‌লবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, ভৃঙ্গরাজ

নবজ্বরে।

পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, তাম্র, বিষ, সোহাগা, হরিতাল, মৎস্যপিত্ত, লৌহ, অভ্র, সীসক, সমুদ্র ফেন, শর্করা।

ভাবনা

দন্তীবিজ, আদা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, জয়পাল, কটকী, তেউড়ী, মাকড়াগাব, সিজদুগ্ধ, ধুস্তুরবীজ, আকন্দ, ঘৃতকুমারীর রস, মুতা, হরিদ্রা, নিমপাতা, বিড়ঙ্গ, জয়ন্তী, ছাগমূত্র, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশ পত্র, আমলকী, বহেড়া।

নিরাম জ্বরে।

পারদ, সোহাগা, মৎস্যপিত্ত, মনঃশিলা, সীসা, তাম্র,

লৌহ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, বিষ, গন্ধক, তেঁতুল ছাল ভস্ম।

ভাবনা।

মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, আদা, জয়ন্তী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ঘৃতকুমারী, বাকস, ব্রহ্মযষ্টি, ভৃঙ্গরাজ, চিতা, মুণ্ডিরী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, গুড়ুচী, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কট্‌ফল, মেষশৃঙ্গ, বচ, ধনে, ক্ষেতপাপড়া, জয়পাল, জম্বীর নেবু, মধু, ধুস্তুর বীজ, চিতা।

সন্নিপাত জ্বরে নস্য।

পারদ, তাম্র, সীসক, মনঃশিলা, তুঁতিয়া, রসসিন্দুর, লৌহ, সোহাগা, খর্পর, কর্পূর।

ভাবনা।

চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নিসিন্দা, যষ্টিমধু, আকন্দের আটা, জয়পাল, জম্বীর রস, রশুনের রস।

সন্নিপাত জ্বরে অঞ্জন।

পারদ, তাম্র, সীসক, মনঃশিলা, তুঁতিয়া, রসসিন্দুর, লৌহ, সোহাগা, খর্পর, কর্পূর।

ভাবনা

চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নিসিন্দা, যষ্টিমধু, কাল-কাসুন্দের রস।
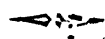
সন্নিপাতজ্বরে সেবনীয় ঔষধ।

কজ্জলি, স্বর্ণমাক্ষিক, কাষ্ঠবিষ।

ভাবনা।

কুটজ, তালমূলী, ভৃঙ্গরাজ, সোমলতা, জয়ন্তী, মণ্ডূকপর্ণী, নারিকেল জল, রুদ্রজটা, নিসিন্দা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া।

সর্ব্বজ্বরে।

গন্ধক, লৌহ, স্বর্ণ, হিঙ্গুল, তাম, গৈরিক, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, ভেলা, পারা, শিলাজতু, হরিতাল, হিরাকস, বিষ, সোহাগা, অভ্র, সীসা, সমুদ্রফেণ, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, খর্পর, কর্পূর, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, বঙ্গ, কস্তুরী, রৌপ্য ভস্ম, কাংস, প্রবাল, মুক্তা, শঙ্খ ভস্ম, ঝিনুক শঙ্খ্যবিষ।

ভাবনা।

মৎস্য, বরাহ, ময়ূর ও ছাগপিত্ত, গুলঞ্চ, হরীতকী, আর্দ্রক, কুঁচিলা, রশুন।

শীতাঙ্গ সন্নিপাতে।

হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগা, গন্ধক, তামা, পারদ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, শ্বেতকুঁচ, হরিতাল, মনঃশিলা, বৎসনাভ, কাটবিষ, জঙ্গমবিষ, সীসা, স্থাবরবিষ, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, কস্তুরী, খর্পর, স্বর্ণ, রৌপ্য, কর্পূর, অভ্র।

ভাবনা।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জয়ত্রী, জম্বীররস, আদা, জয়ন্তী

রস, তালমূলীর রস, কৃষ্ণজীরা, জীরা, গুগ্গুল, যমানী, পানেররস, শ্বেতকুঁচ, দন্তী, জয়পাল, লাঙ্গলিয়া, আবন্দের-আটা, চিতারস, কাকমাচী, হাতিশুঁড়া, আতইচ, নিসিন্দা, নাটাকরঞ্জ, জয়ন্তী, জাতিফল, লবঙ্গ, দ্রোণপুষ্প, গোরক্ষচাকুলিয়া, শৃবশিম্বী, শেফালিকা, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, অপামার্গ চিতামূল, মৎস্যপিত্ত, বরাহপিত্ত, ছাগপিত্ত।

শীতাঙ্গ সন্নিপাতের নস্য।

পারদ, গন্ধক।

ভাবনা।

রশুনের রস।

বিষবটী আসন্ন কালে।

হিঙ্গুল, কাটবিষ, শঙ্খ বিষ, সোহাগা, তাম্র, রসাঞ্জন যবক্ষার, শ্বেতকুচ, হরিতাল, মনঃশিলা, অভ্র, সীসা, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, কস্তুরী, খর্পর, কর্পূর।

ভাবনা।

মৎস্যপিত্ত, আদা, শুলঞ্চ, ছাঁচিপানের রস, বাকস, ভৃঙ্গরাজ, পঞ্চপিত্ত, চিতা, নিসিন্দা।

অভিন্যাস জ্বরে।

পারা, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, খর্পর, তাম্র।

ভাবনা।

নিসিন্দা, তুলসী, অপরাজিতা, আদা, চিতা, জয়ন্তী,

সর্ব্ববিধ জ্বরে ।

কাকমাচী, দশমূল, মরিচ, সিদ্ধি, ভৃঙ্গরাজরস ।

জীর্ণজ্বরে ।

পারদ, গন্ধক, সোহাগা, বিষ ।

ভাবনা ।

মরিচ, কট্‌ফল, দন্তীবীজ ।

বিষমজ্বরে ।

লৌহ, পারদ, গন্ধক, অভ্র, বঙ্গ, স্বর্ণ, কর্পূর, তাম্র, গাঁজা, মনঃশিলা, হিঙ্গুলোত্থিতপারা, হরিতাল, কাংস ।

ভাবনা ।

রক্তচন্দন, বালা, আকান্দী, বীরণমূল, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ, নীলোৎপল, কুড়, আমলকী, বিড়ঙ্গ, চিতা, মুতা, শত-মূলী, লবঙ্গ, তালমাখনা, শ্বেতধূপ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তাল-মূলী, শূকশিম্বী, জতিফল, জয়ত্রী, বেড়েলা, গোরক্ষচাউল, মরিচ, ঘৃতকুমারী, আমলকী, বহেড়া ।

সর্ব্ববিধজ্বরে ।

অভ্রক, তাম্র, পারদ, গন্ধক, বিষ, সৈন্ধব লবণ, লৌহ, সীসা, মনঃশিলা, তুঁতে, খর্পর, বঙ্গ, হিরাকস, কর্পূর, ভাঙ, গৈরিক, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, হরিতাল, প্রবাল, মুক্তা, কস্তূরী, রসসিন্দুর, শঙ্খভস্ম, ঝিনুকভস্ম, হরিতাল ভ-স্ম, কাংস ।

ভাবনা।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আদা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জম্বীর নেবু, চিতা, মুতা, গজপিপ্পলি, পিপ্পলীমূল, ক্ষীরমূল, দেবদারু, আকান্দী, কটকী, কট্‌ফল, সজিনা-বীজ, যষ্টিমধু, কুটজ, করলা, দশমূলী, ক্ষেতপাপড়া, গুড়ুচী, পান, কাকমাচী, রোহিত মৎস্যের পিত্ত, পুনর্নবা, আদা, কাকমাচী, কবলা, দশমূল, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, দন্তীবীজ, দ্রোণপুষ্প, ব্রহ্মযষ্টি, পান, পটোল, তুলসী, তেঁতুল, পলাশ, নাগেশ্বর, জটামাংসী, তেজপাতা, লবঙ্গ, জৈত্রী, জাতিফল, ছোট এলাইচ, তালীশপত্র, ধাইফুল, দারচিনি, অপামার্গ, রশুন, ধনে, জীরা, দেবদারু, কৃষ্ণজীরা চন্দন, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, চিরতা, বালা, খদির, হরিদ্রা, গোক্ষুর, অশ্বগন্ধা, তালমূলী।

শীত জ্বরে।

হরিতাল, হিঙ্গুল, শোথপারা, গন্ধক, মনঃশিলা, পারদ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, তেলা, তুঁতে, সোহাগা।

ভাবনা।

আকন্দের আটা, সিজের আটা।

রাত্রি জ্বরে।

হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ।

ভাবনা।

অশ্বত্থ, কুলের মূল, বৃহতী, কাকমাচী

পালা জ্বরে।

পারদ, গন্ধক, শঙ্খ, তুঁতে, হরিতাল, মনঃশিলা;

ভাবনা;

ঘৃতকুমারী, দার্ব্বীশাক, নটেশাক, জয়ন্তী, জীরা, মরিচ।

ধাতুস্থ জ্বরে।

রসসিন্দূর, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, তাম্র, লৌহ, অভ্র।

ভাবনা।

গুলঞ্চ, গোক্ষুর, ইন্দ্রযব, কণ্টকারী, মুতা, আকন্দমুল, চিরতা, অনন্তমূল।

জ্বরাতিসারে।

বৎসনাগ, হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগা, গন্ধক, হিঙ্গুলোত্থপারা, লৌহ, সাজীমাটি, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, হিঙ্, অভ্র, ভাঙ, ধুস্তুরবীজ, রসসিন্দূর, পারা, সাচীক্ষার।

ভাবনা।

পিপুল, জম্বীর নেবু, শটী, ধনে, বালা, মুতা, আকান্দী, জীরা, আতইচ, ছাগদুগ্ধ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, মরিচ, ভাঙ্‌বীজ, কৃষ্ণজীরা, চিত, যমানী, হিঙ, শুল্‌ফা, পান, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, নিসিন্দা, থানকুচি, গীমা, হংসপাদী, বিড়ঙ্গ, ধাইফুল, দেবদারু, বচ, কুটজছাল, বীরণমূল, ইন্দ্রযব, বেণাশুঁঠ, সাদাজীরা মোচরস, ধুনা।

অতিসারে।

হিঙ্গুল, কর্পূর, আফিম, হরিতাল, লৌহ, অভ্র, পারদ, রৌপ্য, রসসিন্দূর, গন্ধক।

ভাবনা।

মুতা, ইন্দ্রযব, জয়ত্রী, মুরামাংসী, তেজপত্র, শটী, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারচিনি, পিপুলমূল, লবঙ্গ, বেলশুঁঠ, চন্দন, বালা, জামের ছাল, ছাগদুগ্ধ, আতইচ, দেবদারু, বচ, তেঁতুলছাল, খেজুর, জাতিফল, নিম্বপত্র, নিসিন্দা, এলাইচ।
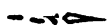
রক্তাতিসারে।

আফিম, তুঁতে।

ভাবনা।

কুটজ ছাল, খেজুর।

গ্রহণী রোগে।

সোহাগা, ধুস্তুরবীজ, অভ্র, আফিম, পারদ, গন্ধক, লৌহ, শিলাজতু, রসসিন্দুর, শঙ্খ, হিঙ্, ভেলা, রৌপ্য, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, স্বর্ণ, তাম্র, পঞ্চ লবণ, ভাঙ্, মুক্তা, বড়িভস্ম, হরিতাল, মৃগশৃঙ্গ ভস্ম, মণ্ডুর, সৈন্ধবলবণ, কাংস, বঙ্গ, বিষ।

ভাবনা।

জাতিফল, গন্ধভাদুলিয়া, অশ্বগন্ধা, বেলশুঁঠ খদিরসার, জীরা, বর্বামূল, মুশ্ শিম্বীবীজ, চোরপুষ্পী, বেলপাতা,

কার্পাসফুলের রস, শাঁচিক্ষিরাইএর রস, কুটজের রস, কে-ওড়ার রস, মোচরস, মুতা, আতইচ, মরিচ, রাখালশশার-পাতার রস, জামেরপাতার রস, জয়ন্তীপাতার রস, দাড়িম-পাতার রস, কেশরাজপাতার রস, ভৃঙ্গরাজপাতার রস, ধা-ইফুল, ইন্দ্রযব, ধনে, থানকুনি, শঙ্খমূলী, বেড়েলা, কাঁচড়া, দাড়িম, পানিফল, নাগেশ্বর, ভৃঙ্গরাজ, জয়ন্তী, শুঁঠ, পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আমের আঁটির শাঁস, ধুনা, বীজপুর, দাড়িমেরছাল, শটী, তালিশপত্র, গৃহধূম, ভেলা, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি, বালা, মেথি, ভাঙ, ছাগদুগ্ধ, বরা-ক্রান্তা, লোধ, শিমূলের রস, বচ, কয়েদবেল, বাকসের রস, দন্তীমূল, বৃহতীমূল, তেউড়ীমূল, পুনর্নবামূল, গীমা, শ্বেতঅপরাজিতা, পান, তালমূলীররস।

অর্শ রোগে।

রসসিন্দূর, সোহাগা, অভ্রক, তাম্র, স্বর্ণ, লৌহ, গন্ধক, মণ্ডুর, রৌপ্য, পারদ, বৈক্রান্ত, বিষ, স্বর্ণমাক্ষিক, শিলা-জতু, বংশলোচন, মনঃশিলা, রৌপ্যমাক্ষিক, হিরাকস।

ভাবনা।

শ্বেতপুনর্নবার রস, ঘৃতকুমারীর রস, দন্তী, শুঁঠ, পি-পুল, মরিচ, সিজেরদুগ্ধ, ভেলার কাথ, গুলের কাথ, হরী-তকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, চিতা, পিপুল, মুতা, শঠী, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুন্দুরুখোটী, গজপিপ্পলী, আত-ইচ, শর্করা, তেউড়ি, জায়ফল, সুপারী, লাঙ্গলি, মান।

অগ্নিমান্দ্য রোগে।

বিষ, পারা, সোহাগা, গন্ধক, কড়িভস্ম, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সৌর্ব্বচললবণ, কর্কটলাণ, সাম্ভরলাণ, গৈরিক, তুঁতে, সামুদ্রলবণ, শঙ্খ, হিঙ্গু, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, ধুস্তুরবীজ ভস্ম, অপমার্গক্ষার, তেঁতুলক্ষার, হরিতাল, মনঃশিলা, ভাঙ্।

ভাবনা।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জাতীফল, লবঙ্গ, জোয়ান, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতা, জীরা, বিড়ঙ্গ, কুঁচিলা, জম্বীর, নিশিন্দাপাতা, ভৃঙ্গরাজ, জৈত্রী, জায়ফল, দন্তী, তেউড়ী, কালজীরা, সাদাজীরা, তুলসীপাতা, বেলপাতা, অপামার্গ, ধনে, কুড়, এলাচ, বচ, মুতা, কাগজীনেবু, দারচিনি, দশমুল, সজিনামূলেররস, কট্কী; বালা, লতাফটকী।

অজীর্ণ রোগে।

তামা, পারা, গন্ধক, লৌহ, সৌবর্চ্চললবণ, সাচীক্ষার, যবক্ষার, বিষ, তেঁতুলের ছালভস্ম, হিঙ্।

ভাবনা।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, দারুহরিদ্রা, তেজপত্র, কাকড়াশৃঙ্গ, জোয়ান, সাদাজিরে, কালজীরা, জম্বীর নেবু, আদাররস, চিতাররস, বৃদ্ধদারু, দন্তী, জয়পাল, কণ্টকারী, সিজ, এরণ্ড, তেঁতুল ছালভস্ম, অপামার্গক্ষার, কাগজী নেবু।

বিসূচিকা রোগে।

সোহাগা, পারা, গন্ধক, বিষ, বরাট, শঙ্খ।

ভাবনা।

জম্বীর নেবুর রস, মরিচ, কাগজী নেবুর রস।

ক্রিমি রোগে।

বিষ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, পারা, মনঃশিলা, রসাঞ্জন, কুঁচিলা, বঙ্গ, শঙ্খ, হরিতাল, বরাট, কৃষ্ণকাঁচ, সোহাগা, লাক্ষা, ভেলা লোবান, পিত্তল, তাম্র, সীসা, মণ্ডুর শিলাজতু, কঙ্কুষ্ঠ, হিরাকস।

ভাবনা।

ছাগদুগ্ধ, ধাইফুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লোধ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আদাররস, মুতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকান্দী, বালা, বেল, ভৃঙ্গরাজরস, জোয়ান, কুঁচিলা, ব্রহ্মযষ্টিবীজ, পলাশবীজ, নিমবীজ, তুলসীপত্র-ভস্ম, ইন্দুরকানিররস, পটোল, সীজের আটা, লোবান, শ্বেতঅপরাজিতার ছাল, অর্জ্জুনফল ও পুষ্প, ইন্দ্রযব, ঘোষাররস, শালপানির রস।

পাণ্ডু রোগে।

লৌহ, পারদ, গন্ধক, তাম্র, বরাট, বিষ, মণ্ডুর, অভ্র, মোচরস, শঙ্খ, পিত্তল, রৌপ্যমাক্ষিক, বঙ্গ, সীসা, শিলাজতু।

ভাবনা :

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিনি, জয়পালবীজ, দন্তী, তেউড়ী, ছাগদুগ্ধ, চিতা, পিপুলমূল, মুতা, এলাচ, তেজপাতা, ধুস্তুর রস, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চই, মোচরস, তালমূলী, গুড়চীর রস, শালিধান্য, ষষ্টিক, গোধূম, যব, মুদ্গ, পটোল, ক্ষেতপাপড়া, ব্রহ্মযষ্টিক, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শলুকা, বাসক, কাকমাচী, ইন্দ্রবারুণী, পুনর্নবা, কেশরাজ, শালিঞ্চ, দ্রোণপুষ্পী

কামলা রোগে।

অভ্রক, শিলাজতু, হিঙ্গুল, লৌহ, রৌপ্যমল, স্বর্ণমাক্ষিক, মণ্ডুর।

ভাবনা।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আদা, পিপুল, মরিচ, হরিদ্রা, চিনি, মধু, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, গজপিপ্পলী, বেড়েলা, পলতা।

পাণ্ডু শোথে।

পারা, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, মণ্ডুর।

ভাবনা।

মুতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চ, বাসক, চিরতা, কট্‌কী, নিমছাল, গোমূত্র, কৃষ্ণতিল, ইন্দ্রযব, আতইচ দারুহরিদ্রা, পল-

র্বা, কুড়, রক্তচন্দন, চিরতা, কুড়চী, বনাডুম্বুর, পলতা, আকনাদি।

রক্তপিত্ত রোগে।

রসসিন্দুর, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, পারা, গন্ধক, অভ্র, হরিতাল, শিলাজতু, লৌহ, গৈরিক, রসাঞ্জন, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা।

ভাবনা।

গুড়ুচীর রস, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, চিনি, শতমূলী, ধনে, নাগেশ্বর, চন্দন, মুতা, চিত্রক, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ, ক্ষেতপাপড়ার রস, বাসক, দ্রাক্ষা, ব্রহ্মযষ্টি, কুষ্মাণ্ড রস, জীরা, দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা, কার্পাস পুষ্পরস, নীলোৎপল; মধু, পদ্মকেশর, তণ্ডুলজল।

রাজযক্ষ্মা রোগে।

কর্পূর, শিলাজতু, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মনঃশিলা, রসসিন্দূর, গন্ধক, হরিতাল, পারা, মুক্তা, সোহাগা হীরা, সীসা, তামা, প্রবাল, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, শঙ্খ, তুঁতে, কস্তুরী, বৈক্রান্ত, বঙ্গ, অভ্র, নণ্ডূর, খর্পর, বংশলোচন।

ভাবনা।

রাস্না, অশ্বগন্ধা, থানকুনী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, চিতা, বিড়ঙ্গ, সীজের-আটা, নিসিন্দার রস, আদার রস, জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ,

বাসক, বক, বিষলাঙ্গলিয়া, কাগজীনেবুর রস, পান, জম্বীর নেবুর রস, তালীশপত্র, লবঙ্গ, জয়ত্রী, এলবালুক, ঘৃতকুমারীর রস, এলাচ, জাতিফল, বৃদ্ধদারক, জীরা, ভুমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, তালমাখনা, বেড়েলা, শূকশিম্বী, গোরক্ষচাউলিয়া, ভাঙের বীজ, শ্বেতধুনা, টাবা নেবু, থৈকল, করবীর রস, চন্দন, যষ্টিমধু।

কাস রোগে।

পারা, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, লৌহ, বিষ, মনঃশিলা, ক্ষারত্রয়, ভাঙ, সীসা, প্রবাল, শঙ্খ, সোহাগা, খর্পর, বঙ্গ, কাঁসা, স্বর্ণ, কর্পূর, বিষ, তুঁতে, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, হিঙ্গুল।

ভাবনা।

মরিচ, জৈত্রী, চিতা, মান, খণ্ডকর্ণ, থানকুনী, ভাঙ, ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ, আদা, নিশিন্দা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, গুড়ুচী, পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কালকাসুন্দার রস, বকপুষ্প রস, বেতসরস, তালীশপত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, নিসিন্দা, কাইস্তা, দ্রোণপুষ্পী, শালপর্ণী, গীমা, ব্রহ্মযষ্টি, বাসক, কুলত্থের ক্বাথ, এলাচ, শতমূলী, তেজপাতা, শুঁঠ, পিপুল, কণ্টকারীর রস, সজিনার রস, আদার রস, বালা, গজপিপ্পলি, জটামাংসী, দারচিনি, নাগেশ্বর, কুড়, ধাইফুল, বেল, গণিয়ারী, গাম্ভারী, পারুলী, বেড়েলা, মুতা, পুনর্নবা, বৃহতী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ভদ্রমুস্তক, রেণুক, জয়পাল, ছাগদুগ্ধ, জীরা, রক্তোৎপল রস।

শ্বাস রোগে।

পারা, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, সোহাগা, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষী, রৌপ্যমাক্ষী, তাম্র, বঙ্গ, সীসা, শঙ্খ, শিলাজতু, প্রবাল।

ভাবনা।

ঘৃতকুমারীর রস, ইন্দ্রবারুণীর মূল, দেবদারু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিনি, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মুতা, এলাচ, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতা, জয়পাল, বাকস মূল, পত্র ও ছাল, ব্রহ্মযষ্টি, মুণ্ডিরী, বক, জয়ন্তী, নিসিন্দা, কুলছাল, কুড়, কণ্টকারী কাথ, পানের রস, যষ্টিমধুর রস, ছাগদুগ্ধ।

স্বরভেদ রোগে।

পারা, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, বংশলোচন।

ভাবনা।

মরিচ, চই, চিতা, আদার রস, থৈকল, শুঁঠ, পিপুল, মহাদা, তালীশপত্র, জীরা, জাতীফল, পূগফল, লবঙ্গ, কলিকা ফুল।

অরোচক রোগে।

পারা, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, অভ্র, হীরা, রসসিন্দূর।

ভাবনা।

দন্তী, জম্বীর নেবুর রস, আদার রস, টাবানেবুর রস, লবঙ্গ, চই, কুল, বীরণমূল, দাড়িম, আমলকী, আমরুল,

ছোলঙ্গনেবু, গুড়, তেঁতুল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দ্রাক্ষা, জীরা, থৈকল, মুতা ।

ছর্দ্দি রোগে ।

রসসিন্দূর, রসাঞ্জন ।

ভাবনা ।

জীরা, ধনে, হরীতকী, ককণ্টারী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ।

তৃষ্ণা রোগে ।

তাম্র, বঙ্গ, পারদ, হরিতাল, তুঁতে ।

ভাবনা ।

বটের ঝুরি, জামের ক্বাথ, আমের ক্বাথ, পিপুল, মধু, যষ্টিমধু, চন্দন, অনন্তমূল; মুতা, ছোটএলাচ, নাগেশ্বর ।

মূর্চ্ছা রোগে ।

রসসিন্দুর, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক ।

ভাবনা ।

পিপুল, মধু ।

মদাত্যয় রোগে ।

হিঙ্, রসসিন্দূর, সৌবর্চ্চল লবণ ।

ভাবনা ।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, জোয়ান, জীরা, আমআদা, থৈকল, দারচিনি, বড়এলাচ ।

হিক্কা রোগে।

রসাঞ্জন, স্বর্ণগৈরিক, হিঙ্গুল, বংশলোচন, অভ্র, লৌহ।

ভাবনা।

কুলের আঁটির শাঁস, খই, কট্‌কী, পিপুল, আমলকী, চিনি, শুঁঠ, গুড়, টাবানেবু, সচল লবণ, সৈন্ধব লবণ, ছাগ-দুগ্ধ, কাশ, মাষকলায়, কদলী, ঘৃত, যবক্ষার, ইন্দ্রযব, যোয়ান, ধুতূরা, কয়েদবেল, পারুলফল ও পুষ্প, খেজুর-মাতি, মধু, বৃহতী, বামনহাটী, বাকস, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, মুতা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, বচ, গোক্ষুর, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাত, জটা, কুলথকলায়, কট্‌ফল, কাকড়া-শৃঙ্গী, গুলঞ্চ, কালকাসুন্দা, চিতামূল, ঘোঁড়ানিম, পিপুল-মূল, দ্রাক্ষা, বিড়ঙ্গ।

দাহ রোগে।

পারা, তাম্র, গন্ধক, লৌহ, গৈরিক, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা।

ভাবনা।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জম্বীর নেবুর রস, পানের রস, আদার রস।

উন্মাদ রোগে।

কুঁচিলে, পারদ, গন্ধক, অভ্রক, বিষ, লৌহ, মুক্তা, হরিতাল, মনঃশিলা, তুঁতে, রসাঞ্জন, শিলাজতু, সমুদ্রফেণ,

সৌবীরাঞ্জন, পঞ্চলবণ, হীরা, রসসিন্দূর, কস্তুরী, স্বর্ণ, ধুস্তুর বীজ, শিলাজতু।

ভাবনা।

ভৃঙ্গরাজ, চিতা, সিজের আটা, বচ, কট্‌কী, শিরিষবীজ, শ্বেতসর্ষপ, করঞ্জবীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, মধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা, বিড়ঙ্গ, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগ, মাষ, জীবন্তী, যষ্টিমধু, বৃদ্ধিধু, গজপিপ্পলী, দেবদারু, চিরতা, কট্‌কী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, বেড়েলা, পিপুলমূল, বীরণমূল, সজিনাবীজ, তেউড়ী, ঘৃতকুমারীর রস, ক্ষেতপাপড়া।

অপস্মার রোগে।

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, বিষ, সিদ্ধি, গন্ধক, মনঃশিলা, কস্তুরী, শিলাজতু, রসাঞ্জন।

ভাবনা।

নরমূত্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গু, সৌবর্চ্চল লবণ, শঙ্খপুষ্প, বচ, ব্রহ্মীশাক, কুড়, এলাচের ক্বাথ, পদ্মকেশর, সিজের আটা, চিতা, ভাঙ্গ, এরণ্ড, নিমগুলঞ্চ, নিসিন্দা, চিতামূল, সোনামূল, গাম্ভারীমূল, পারুল মূল, গণিয়ারি মূল, শালপানি মূল, চাকুলে মূল, বৃহতী মূল, কণ্টকারী মূল, গোক্ষুরমূল, আদার রস, নাগকেশর, লবঙ্গ।

বাতব্যাধি রোগে।

রসসিন্দূর, লৌহ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, বিষ, সোহাগা, পারা, অভ্র তাম্র, রৌপ্য, স্বর্ণ, হীরা, রসাঞ্জন, তুঁতে, পঞ্চলবণ, সমুদ্রফেণ, কাংস্য, রেপ্যমাক্ষী, হিঙ্গুল।

ভাবনা।

হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গণিয়ারী, মুণ্ডিরীর-রস, নিসিন্দার রস, বেড়েলা, ধনে, কট্‌ফল, আমলকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ব্রহ্মযষ্টি, পঞ্চলবণ, সমুদ্রফেণ, সিজের দুগ্ধ, বহেড়া, গুগ্‌গুলু, এরণ্ড মূলের ক্বাথ, আদার রস, ঘৃত, ভৃ-ঙ্গরাজ রস, দাড়িমের রস, ঘৃতকুমারীর রস, নাগবলা, শত-মূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কৃষ্ণধুস্তুর বীজ, হিজল বীজ, বৃদ্ধদারক, গোক্ষুর, ভাঙ্গের বীজ, জাতিফল, জয়ত্রী, কর্পূর, মুতা, চিতা, বিড়ঙ্গ, কট্‌কী, বচ, গুড়, পানের রস, গন্ধবাল, জ-য়পাল, সিজের পাতার রস, আকন্দ পাতার রস, নেবুর রস, পলাশ বীজের রস, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, সপ্তপর্ণ, বাসক।

বাত শ্লেষ্ম রোগে।

অভ্র, লৌহ, তাম্র, পারা, হরিতাল, গন্ধক, বিষ।

ভাবনা।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জোয়ান, বিড়ঙ্গ, চই, লবঙ্গ, তেউড়ী, দন্তী, তুলসী পাতার রস, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কাঁকড়াশৃঙ্গী; পুষ্করমূল, আদা, গজ-পিপ্পলী, দুরালভা, আকন্দ বীজ, বেলমূলের রস, ত... রস, চিতার রস, বাসক রস, নিসিন্দার রস, গণিয়... ...কন্দ-...রী, কণ্ট

কারী।

অপস্মার বাত রোগে।

রসসিন্দূর, হরিতাল, ভাঙ, স্বর্ণ, মুক্তা, লৌহ, অভ্র।

ভাবনা।

গুড়, ঘৃতকুমারীর রস।

শ্লেষ্ম রোগে।

পারা, গন্ধক, বিষ, পঞ্চলবণ, লৌহ, গৈরিক, যবক্ষার, ধুস্তুরা, সোহাগা, তাম্র, রৌপ্যমাক্ষিক, সীসা, রসাঞ্জন, হেলা, শিলাজতু, বঙ্কুষ্ঠ, স্ফাটিকা, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, প্রবাল, মনঃশিলা, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, হিঙ্গু, কর্পূর, স্বর্ণ, শঙ্খ ভস্ম, সিদ্ধি বীজ, রসসিন্দূর।

ভাবনা।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী আমলকী, বহেড়া, কুড়, জোয়ান, অজগন্ধিকা, বিড়ঙ্গ, কট্‌ফল, চই, লবঙ্গ, ভেউড়ী, দন্তী, তুলসী পাতার রস, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কাকড়াশৃঙ্গী, পুষ্কর মূল, আদা, গজপিপ্পলী, জয়ন্তী, দুরালভা, আকন্দবীজ, বেলমূলের রস, আকন্দ রস, চিতার রস, বাসক রস, নিসিন্দার রস, গণিয়ারী, পালিতামাদার, কণ্টকারী, হিঙ্গু, সোমরাজী, সোণালুকল, জাতীফল, বৃদ্ধদারক, ইন্দ্রযব।

—০—

পিত্ত রোগে।

লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, অভ্র, মনঃশিলা, রৌপ্য ভস্ম, গন্ধক, হিঙ্গুল, পিত্তল, তাম্র, শঙ্খ, গৈরিক, তুঁতে, স্ফটিক, প্রবাল।

ভাবনা।

গুড়ুচী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জাতিফল, পূগফল, লবঙ্গ কলিকাফল, যষ্টিমধু, জয়ন্ত্রী, জটামাংসী, তালিশপত্র।

বাতরক্ত রোগে।

বিষলাঙ্গুলী, লৌহ, গন্ধক, পারা, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, বিষ, তুঁতে, ধুস্তুর।

ভাবনা।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দ্রাক্ষা, গুগ্গুলু, টাবানেবুর রস, বিড়ঙ্গ, সোমরাজ, পুনর্নবা চিতা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, শ্বেতঅপরাজিতা, ভৃঙ্গরাজের স্বরস, শ্বেতঅপরাজিতার রস, পলাশভস্ম, পলাশবীজ কণ্টকারীর মূল ও ছাল, করবীর মূল ও ছাল, হাতজুরীর-মূল ও ছাল, নলের মূল ছাল।

উরুস্তম্ভ রোগে।

পারা, গন্ধক, কুঁচ, ধুস্তুর, সৈন্ধব লবণ, হিঙ্, শিলাজতু।

ভাবনা।

নিম্বীজ, জয়পাল, জয়ন্তী, কাকমাচী, পিপুল, শুঁঠ, গোমূত্র, বেলমুল, সোণামূল, গাম্ভারীমূল, পারুলমূল, গণিয়ারীমূল, শালপানিমূল, চাকুলেমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, গোক্ষুরমূল।

আমবাত রোগে।

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তুঁতে, সোহাগা, সৈন্ধবলবণ, তাম্র, বিট্‌লবণ, হিঙ্গুল।

ভাবনা।

গুগ্‌গুলু, তেউড়ী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতামূল, গুড়ুচীর ক্বাথ, বিট্‌লবণ, তেঁতুলক্ষার, পিপুল, পিপুলমুল, চই, শুঁঠ, দন্তী, মরিচ, বৃদ্ধদারক, গজপিপ্পলী, মান, বিড়ঙ্গ, মুতা, দেবদারু, রাস্না, জোয়ান, জীরা, ধনে, শুল্‌ফা, শঠী, এলাচ, তেজপাতা।

শূল রোগে।

লৌহ, অভ্র, তাম্র, পারা, গন্ধক, রসসিন্দূর, বিষ, পঞ্চলবণ, মণ্ডূর, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, হরিতাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, সোহাগা, হিঙ্গু, মৃগশৃঙ্গ ভস্ম, শঙ্খভস্ম, যবক্ষার, তুঁতে, কঙ্কুষ্ঠ, হিরাকস।

ভাবনা।

যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, বড়ঙ্গ, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, থৈকল, জয়ন্তী, মুণ্ডরী,

বাসক, বৃহতী, গুড়ুচী জলপিপ্পলী, নীলোৎপল, আদার-রস, যব, শতমূলীর রস, আমলকীর রস, দধি, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস, ইক্ষু রস, জীরা, ধনে, এলাচ, তেজপাতা, গজপিপ্পলী, মুতা, নাগেশ্বর, তালিশ, বট্কী, রাস্না, অশ্বগন্ধা, চন্দন, চই, থানকুনীর রস, পিপুলমূল, ইন্দ্কানীর রস, ভাঙ্গের ক্বাথ, ধুস্তূর রস, শঠী, দারচিনি, লবঙ্গ, জোয়ান, ছাগদুগ্ধ, পান, পদ্ম, বিষমুষ্টি, সীজের রস, টাবানেবুর রস, বচ, কুঁচিলা, হিঙ্।

পরিণামশূল রোগে।

শঙ্খ ভস্ম, যবক্ষার, তাম্র, তেঁতুল ছাল ভস্ম।

ভাবনা।

পঞ্চলবণ, জাতীফল, শলুফা, জোয়ান, হিঙ্, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, গুলঞ্চ, কাগজীনেবু।

উদাবর্ত্ত রোগে।

পারা, সোহাগা, গন্ধক।

ভাবনা।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জয়পাল, থানকুনীর রস, আমরুল রস, তেউড়ী, আতইচ, আকন্দ পাতা।

গুল্ম রোগে।

পারা, তাম্র, গন্ধক, তুঁতে, কাংস, সোহাগা, হরিতাল,

যবক্ষার, স্বর্ণমাক্ষী, রৌপ্যমাক্ষী, সৈন্ধব লবণ, মনঃশিলা, লৌহ, হিঙ্গুল, বরাট, হিঙ্গু, শঙ্খ, ম ণ্ডুর, কঙ্কুষ্ঠ, ভেলা।

ভাবনা।

জয়পাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী, পিপুল, সোনালুর মজ্জা, সীজের দুগ্ধ, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, মুতা, বচ, কুড়, ক্ষেতপাপড়া, হাতিশুঁড়া, অপামার্গ, পটোল, আকন্দ পাতার রস, পান, সৌবর্চ্চল লবণ, দাড়িম, বেল, ভৃঙ্গরাজের রস, দন্তীবীজ, ঘৃতকুমারীর রস, গোমূত্র, অরহর, জোয়ান, জীরা. ধনে, কৃষ্ণজীরা, টাবানেবুর রস, গুগ্‌গুলু, বালা, তেউড়ী, শঠী, ছাগদুগ্ধ।

হৃদ্রোগে।

পারা, গন্ধক, তাম্র, লোহ, অভ্র, স্বর্ণ, হীরাকস।

ভাবনা।

কাকমাচী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, অর্জ্জুন ছাল দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, খেজুর।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে।

পারা, বঙ্গ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, যবক্ষার, শর্করা, রসসিন্দূর, হরিতাল, ভুঁতে, সীসা, শিলাজতু, স্ফটিক, হীরাকস, প্রবাল।

ভাবনা।

যষ্টিমধু, দূর্ব্বা, শাল্মলী, গোক্ষুর, বরুণ ছাল, ধাইফুল, আমলকী, হরীতকী।

মূত্রাঘাত রোগে।

রসসিন্দূর, অভ্র, গন্ধক, লবণ, লৌহ, স্বর্ণ, বঙ্গ, সীসা, প্রবাল।

ভাবনা।

মধু, যজ্ঞডুমুর, মরিচ, জাতীফল, দুগ্ধ, তণ্ডুল জল, ঘৃতকুমারীর রস, ছোটএলাচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, মুক্তা, বিড়ঙ্গ, রেণুক, আমলকী, পিপুল মূল।

অশ্মরী রোগে।

পারা, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, তুঁতে, শিলাজতু, হিরাকস।

ভাবনা।

শ্বেতপুনর্নবা, গোক্ষুর, কাঁকুড় মূল, কুলত্থকলায়, ছাগদুগ্ধ, টাবানেবু, মধু, ইন্দ্রবারুণী, মরিচ, ক্ষেতপাপড়া, জীরা, বৃহতীফল।

প্রমেহ রোগে।

রসসিন্দূর, অভ্র, বঙ্গ, গন্ধক, লৌহ, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, পারা, সীসা, রসাঞ্জন, শিলাজতু, কর্পূর, মুক্তা, কস্তুরী, মনঃশিলা, বরাট, তাম্র, মণ্ডূর, স্ফটিক, প্রবাল।

ভাবনা।

আমলকী, অর্জ্জুনছাল, সিমূল, মধু, গুড়ুচী, শর্করা, বটদুগ্ধ, হরীতকী, বহেড়া, মহানিম্ব, হরিদ্রা, বিট্‌লবণ, দেবদারু, বিল্ব, গোক্ষুর, দাড়িম, চিরতা, পিপুল মূল, শুঁঠ,

পিপুল, মরিচ, ত্রিবৃৎ, ছাগদুগ্ধ, আকড়া, জীরাদ্বয়, কার্পাসমজ্জা, চিতা, বিড়ঙ্গ, মুতা, এলাচ, লবঙ্গ, জৈত্রী, জাতীফল, যষ্টিমধু, খদিরসার, শুল্কা, কণ্টকারী, বিষলাঙ্গলিয়া, মেষদুগ্ধ, তাম্বুল, কুলের আঁটির শাঁস, পলতা, প্রিয়ঙ্গু, দ্রাক্ষা, দারচিনি, খস, বালা, নীলোৎপল, নাগর মুতা, কদলী, খর্জ্জুর, তিল, তালমাখনা, মাষ, কপিত্থ, ভৃঙ্গরাজ, পত্রক, নাগেশ্বর, ঘৃত কুমারী, রেণুক।

সোম রোগে। [বহুমূত্র]

হরিতাল, পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বিষ, সোহাগা, সচিক্কার, বঙ্গ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, স্বর্ণ, রসাঞ্জন, সীসা প্রবাল।

ভাবনা।

মধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারচিনি, এলাচ, তেজপাত, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জাম, বীণমূল, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ, আকান্দী, দাড়িম, গুগ্গুলু, চন্দন, লোধ্র, শাল, অর্জ্জুন, ছাগদুগ্ধ, পালিদারস, ঘৃতকুমারীর রস, থানকুনীর রস, কদম্ব, অগুরু, গৈগিয়ারী, ধনে, মুতা।

স্থৌল্য রোগে। [মেদ]

লৌহ, হরিতাল, তাম্র, রসসিন্দূর, পারা গন্ধক।

ভাবনা।

শুঁঠ, পিপুল মরিচ, ভাঙ, চিতা, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদ-

লবণ, সোমরাজী, সৈন্ধব লবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, মধু, অকন্দপাতার রস, আকন্দের আটা।

উদর রোগে। [উদরী]

বাতোদরে।

পারা, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, সৈন্ধব লবণ, লিষ, যবক্ষার, লৌহ, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, ভেলা, কঙ্কুষ্ট।

ভাবনা।

কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, গুড়ুচীর রস, চিতা, বচ, যবক্ষার নিসিন্দার রস, কাঁচানেবুর রস, ঘৃত, গোমূত্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কাকোলী, নিসিন্দা, তালমূলীচূর্ণ, জোয়ান, নিম্বক্কাথ, গুলঞ্চের রস, ভৃঙ্গরাজের রস, মধু, দেবদারু, মেষদুগ্ধ, দুগ্ধ, কলথকলায়।

জলোদরে।

তাম্র, গন্ধক, পারা, মনঃশিলা, অভ্র, সীসা, সোহাগা, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, লৌহ।

ভাবনা।

হরিদ্রা, পিপুল মরিচ, সিজদুগ্ধ, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ী, জয়পাল, চিতা, দন্তী, সাদাজীরা, সীজের আটা ভৃঙ্গরাজ, এরণ্ডতৈল, বিড়ঙ্গ, গুড়ুচীরস, কৃষ্ণজীরা, নিসিন্দার রস, জয়ন্তীর রস, টাবা নেবুর-রস।

স্ত্রীগণের জলোদরে।

রসসিন্দূর, শুক্তি, তুঁতে, বঙ্গ, গন্ধক, তাম্র।

ভাবনা।

জয়পাল, পিপুল, সোনাফুল মজ্জা, সীজদুগ্ধ, পুনর্নবা, গোমূত্র।

প্লীহা রোগে।

পারা, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, হিঙ্গুল, সোহাগা, তাম্রভস্ম, হিঙ্গু, তুঁতে, মনঃশিলা, সৈন্ধব লবণ, বিট্‌লবণ, মৃগচর্ম্ম ভস্ম, হরিতাল, রসাঞ্জন, যবক্ষার, সাজিক্ষার, স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, স্বর্ণমাক্ষিক, হিরাকস, শিলাজতু, মুক্তা।

ভাবনা।

পিপুল, মরিচ, সিউলিপাতার রস, মধু, শুঁঠ, বহেড়া, জয়ন্তী, চিতা, জায়ফল, ধুস্তুর রস, নেবুর মূল, জাতিফল, কট্‌কী, সাচিক্ষার, হিঙ্গু, সুলটার রস, বেলপাতার রস, সোমরাজ, কট্‌ফল, আদার রস, গুড়ুচীর রস, পিপুলমূল, বকুলবীজ, কণ্টকারী, বৃহতী, গুড়ুচী, বৃদ্ধদারক, অপরাজিতা, হরীতকী, আমলকী।

প্লীহা ও যকৃৎ রোগে।

হিঙ্গু, পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, লৌহ ভস্ম, টঙ্কণ, বিট্‌লবণ, কুষ্মাণ্ড ডাঁটা ভস্ম, বরাটিক, শঙ্খ, মনঃশিলা, হরিতাল, [illegible], তামা কাঁচ, সাচিক্ষার, যবক্ষার, করকচ-

লবণ, সমুদ্র লবণ, সমুদ্রফেণ, তালজটা ভস্ম।

ভাবনা।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিত্রক, বিড়ঙ্গ, মধু, গুড়, ঘৃতকুমারীর রস, আকন্দের ফুলের-রস, সীজপত্র ও মূল, সৈন্ধব লবণ, ধনে, সাদাজীরে, লবঙ্গ, এলাচ, যমানী, জয়পাল, তেউড়ী, ছাগদুগ্ধ, বিট্‌লবণ, তেঁতুল, গোরক্ষচাউল, খদির, বালাজাবন্ডী, অপামার্গ, তালজটা, তেঁতুল খোলা ভস্ম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুড়ু-চীর রস, উদ্ভিদ লবণ, চই, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, কুষ্মাণ্ড-ডাঁটা ভস্ম, অপামার্গক্ষার, জম্বীর নেবুর রস, সুলটার রস, শিমুল রস, সোহাগা।

যকৃৎ রোগে।

লৌহ, তাম্র, বরাটক, ভুঁতে, হিঙ্, যবক্ষার, সো-হাগা, মৃগচর্ম্ম ভস্ম, কড়ি ভস্ম।

ভাবনা।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুষ্মাণ্ড ডাঁটা ভস্ম, অপামার্গক্ষার, তেঁ-তুল খোলা ভস্ম, গুবাক, মণ্ডুর রস, মৃতকুমারীর শাঁস, বি-ড়ঙ্গ, চিতা, আকন্দফুল, শিমুল ফুল, জোয়ান, লবঙ্গ, তাল-জটা, শিমুল মূলের ছাল, লেবুর মূল।

শোথ রোগে।

লৌহ, যবক্ষার, সৌবর্চ্চল লবণ, সাচীক্ষার, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব লবণ, কর্কচ লবণ, হিঙ্গু, শুঁঠ ভস্ম, রসসিন্দুর, বঙ্গ,

গন্ধক, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, গৈরিক, রসাঞ্জন, মণ্ডুর, ভেলা, শিলাজতু, কঙ্কুষ্ঠ, স্বর্ণ, স্ফটিক।

ভাবনা।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরতীকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তী, অপামার্গ, জাতীফল, লবঙ্গ, পূগফল, মূলা, পুনর্নবা, কট্‌কী, চিতা, দেবদারু, তেউড়ী, ব্রহ্মনথী, চই, জোয়ান, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, মুতা, বেল, ইন্দ্রযব, আকান্ধী, যষ্টিমধু, আতইচ, পলাশ, মূলাভস্ম, আকন্দদুগ্ধ, ঘৃত, গোমুত্র, হরিদ্রা।

গুল্ম প্লীহ রোগে।

[দারমুজ, সৈন্ধব লবণ, গন্ধক।] পুটপাকে ভস্ম।

ভাবনা।

সৌবর্চ্চললবণ, সাচীক্ষার, আকন্দ দুগ্ধ, সীজ দুগ্ধ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জীরা, হরিদ্রা, চিতা, জয়পাল, সীজের আটা, মুতা, পলতা, ঘৃতকুমরীর রস, ভৃঙ্গরাজের রস, জোয়ান, কালজীরা, গোমূত্র, ছাগদুগ্ধ, পান, আকন্দ পাতার রস, অপামার্গ।

অর্ব্বুদ রোগে।

পারা, গন্ধক।

ভাবনা।

পান, নটেশাক, পুনর্নবার রস, গোমুত্র, পিপুল, মধু।

শ্লীপদ রোগে।

হিঙ্গুলোত্থ পারা, গন্ধক, তাম্র, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খ কাংস, কড়ি ভস্মলৌহ, পঞ্চলবণ, রসসিন্দূর।

ভাবনা।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, চই, হাউস, বচ, শঠি, পাকাঙ্কী, দেবদারু, ছোট এলাচ, বৃদ্ধদারক, পুনর্নবা, বেল।

ব্রধ্ন রোগে। [কুঁচ্‌কি হইলে]

পঞ্চলবণ, যবক্ষার।

ভাবনা।

বেল, কয়েদবেল, সোঁদাল, চিতা, বৃহতী, কণ্টকারী, বিদ্ধড়ক, নাটাকরঞ্জ, সজিনা, শুঁঠ, ভেলা পিপুল, পিপুলমূল, চই, বনযমানী,

প্রলেপ।

গোধূম, কুন্দুরুখোটী, ছাগদুগ্ধ, কৃষ্ণজীরা, হবুষ্প, কুড়

মুষ্করৃদ্ধি রোগে।

লৌহ, বংশলোচন।

ভাবনা।

পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, চৈ, বেল, সোঁদল, হরীতকী, আমলকী, রাহড়া, অনন্তমূল, চিরতা, গুলঞ্চ, মুতা, জোয়ান

প্রলেপ।

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বনামূল, নীলো-

ৎপল, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, বেল, নিসিন্দা, তুলসী, পুনর্নবা, গোমূত্র, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, লজ্জালুলতা।

অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে।

অভ্র, গন্ধক, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, টঙ্কন, হরিতাল, মনঃশিলা, পারদ, শিলাজতু, লৌহ, রসাঞ্জন।

ভাবনা।

দেবদারু, গোমূত্র, রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, গোক্ষুর, দুগ্ধ, পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বনযমানী, শুল্‌ফা, জীরা, হিঙ্, মেথী, চিতামূল, চই, বচ, দন্তী, ত্রিবৃৎ, মুতা, নিম, পটোলপত্র, বিদ্ধড়ক, জয়পাল, গুগ্‌গুলু, এরণ্ডতৈল।

ভগন্দর রোগে।

পারা, গন্ধক, তামা, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক।

ভাবনা।

ঘৃতকুমারীর রস, কাগজী নেবুর রস।

উপদংশ রোগে।

গন্ধক, তুঁতে, হিরাকস।

ভাবনা।

অনন্তমূল, চিরতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, বাকসপাতা, খয়ের কাট, পলতা, ক্ষেলেলতা, নিমপাতার রস, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া।

কুষ্ঠ রোগে।

পারা, গন্ধক, তামা, লৌহ, শিলাজতু, বিষ, সোহাগা, হরিতাল, ভেলা, মনঃশিলা, সীসা, রসসিন্দুর, শঙ্খ, কুঁচ, হরিতাল ভস্ম, সৈন্ধব লবণ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, পলাশ ভস্ম, হিঙ্গুল, তারমাক্ষিক, অভ্র, তুঁতে, স্ফটিক, হিরাকস।

ভাবনা।

গুগ্গুল, চিতা, মাকড়া গাব, বচ, ডহর করঞ্জ, মধু, ঘৃত, মরিচ, আমলকী, সোমরাজ, ব্রহ্মযষ্টি বীজ, পিপুল, নিমের পঞ্চাঙ্গ, হরীতকী, বহেড়া, সোণালুর রস, বালা, হিন্তাল, শূকশিম্বী, নীলঝিণ্টী, সজিনা, মুড়ামাংসী, ধনে, নিসিন্দা, করবীর, ছাগ দুগ্ধ, ঘৃতকুমারী, আকন্দদুগ্ধ, পুনর্নবা, বিড়ঙ্গ, গোমূত্র, আকড়ার মূলের রস, সীজের দুগ্ধ, কাটডুমীরের রস, খদিরসার, ভৃঙ্গরাজ রস।

পামা রোগে।

পারদ, গন্ধক।

ভাবনা।

চিতা, মরিচ, কাটডুমীরের রস, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল।

কাকন কুষ্ঠ রোগে।

তামা, পারা, গন্ধক, সৈন্ধব লবণ।

ভাবনা।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া,

নিসিন্দা, আদা, চিতা, সোমরাজ, করঞ্জবীজ।

ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ রোগে।

তামা, অভ্র, পারা।

ভাবনা।

গুগ্‌গুল, নিমেরপঞ্চাঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, খদিরসার, গুড়ুচী, বাসক, পটোল, সোনালু।

রক্তমণ্ডলকুষ্ঠ রোগে।

পারা, গন্ধক, তামা।

ভাবনা।

আকন্দ দুগ্ধ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস।

শ্বিত্র রোগে। [শ্বেতকুষ্ঠ]

পারা, হরিতাল, পলাশ ভস্ম, ধুস্তুর ভস্ম, আকন্দ, সাচিক্ষার, গন্ধক, হিরাকস, কুঁচ।

ভাবনা।

নিমের—ফল—ফুল—ছাল—মূল - পত্র, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, মুতা, খয়ের কাট, পলতা, ধনে, অনন্ত মূল, সোমরাজ বীজ, শ্বেত জয়ন্তীর মূল, আমলকী, তুলসী পাতা, বিড়ঙ্গ।

প্রলেপ।

মুলার ক্ষার, আদার রস, কৃষ্ণধুস্তুর মূল, গন্ধক, জম্বী-

নেবুর রস

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠ রোগে।

পারা ভস্ম।

ভাবনা।

জোয়ান, গুড়।

প্রলেপ।

সর্ষপ, হরিদ্রা, তিল, বড় এলাচ।

অম্লপিত্ত রোগে।

পারা, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, মণ্ডূর, রৌপ্য, হিরাকস, প্রবাল।

ভাবনা।

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ভৃঙ্গরাজ রস, তেউড়ী, মুতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, থানকুনি, গজপিপ্পলী, তালমূলীর রস, শতমূলী, কেশরাজ, কাঁটানটে, ভদ্রমুস্তা, বচ, চই, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শলুফা, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, অপামার্গ, চিতা, দন্তী, শ্বেতশুলটা, কালাকড়া, মানকন্দ, খারকোন, দণ্ডোৎপল, আদার রস, এলাচ, তেজপাতা।

বিসর্প ও বিস্ফোট রোগে।

পারা, অভ্র, লৌহ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, রসসিন্দূর, স্ফটিকা।

ভাবনা।

গুড়ুচী নিম্ব ক্বাথ, খদির, ইন্দ্রযব, গব্যঘৃত, নিসিন্দা-পাতার রস, ছাতিয়ানমূল, তেজপাতা, দারচিনি, বড়এলাচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, বাকস, অনন্তমূল, চিরতা।

প্রলেপ।

বন কাঁকুড়ের রস ও মূল পিষিয়া, ছাতিয়ান মূল।

মসূরিকা রোগে।

পারদ, রুদ্রাক্ষ।

ভাবনা।

বেড়েলা, নাগবালা, পিপুল, আমলকী, ঘৃত, মধু, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, রাস্না, মহুয়া, ধনে, নাগরমুতা, খস।

ক্ষুদ্র রোগে।

মনঃশিলা, হরিতাল, ভেলা, সৈন্ধবলবণ, রসাঞ্জন, বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, শিলাজতু, বংশলোচন, স্বর্ণ, পিত্তল, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, ঝিনুক ভস্ম, সামুক ভস্ম।

ভাবনা।

পদ্মপত্র, শুঁঠ, আকানাদি, আমরুল, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাকস, রাখাল শসা, দেবদারু, কুড়, ছোটএলাচ, অগুরু রক্তচন্দন, জাতিপত্র, নিম।

প্রলেপ।

ধুনা, ঘৃত, মোম, বসা, মনছাল, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, মধু, লাক্ষা, সোহাগা, নিমছাল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মডাঁটা, দুগ্ধ,

নীল, হীরাকস, মঞ্জিষ্ঠা, পটোল মূল, অর্জ্জুনছাল, শিমূল কাঁটা, মসুর, টাবানেবুর মূল, নবনীত, গুড়, কুলের আঁটির শাঁস, শরপুঙ্খা, চন্দন, বেণার মূল, আকন্দের আটা, পদ্মকাষ্ঠ, কেশর, কয়েদবেলের পাতা, গাবপাতা, পাকুরপাতা, বটপাতা, দুগ্ধ, পদ্মকেশর, ছাগদুগ্ধ, মউয়াফুল, লাক্ষা, বেল, শোণা, গাম্ভারী, পটোল, গণিয়ারী, শালপানি, গোক্ষুর, বৃহতী, তুষ ভস্ম, মাষকলায়, কুঁচ, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, গোমূত্র, ছাগমূত্র, গুলঞ্চ, জটামাংসী।

মুখ রোগে।

রসসিন্দূর, স্বর্ণ, মনঃশিলা, গন্ধক, হিরাকস, হিঙ্গুল, শিলাজতু।

ভাবনা।

মৌফুল, গুড়ুচীর ছাল, শাল্মলী, দ্রাক্ষা, ধনে, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, তিল, মুগ, পটোল, কুষ্মাণ্ড, লবনত্রয়, গোমূত্র, জাতিপত্র, নিম্বপত্র, জলপিপ্পলী, অশ্বগন্ধা, ক্ষেতপাপড়া, মধু, আমলকী, বালা, কুড়।

কর্ণ রোগে।

গন্ধক, বিষ, সোহাগা, কপর্দ্দক।

ভাবনা।

বাকস পাতা, অনন্তমূল, নাগরমূতা, কেলেনতা, শুলফা।

নাসা রোগে।

পারা, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র।

ভাবনা।

আঁদার রস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, ছোট এ-লাচ, বাকস পাতার রস, কেলেলতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নাগরমুতা।

নেত্র রোগে।

অভ্র, তাম্র, পারা, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, রসাঞ্জন, গন্ধক, স্বর্ণ, হিঙ্গুল, বঙ্গ, সীসা, গৈরিক, তুঁতে, হিরাকস, সৌরাষ্ট্র, সুক্তিকা, প্রবাল।

ভাবনা।

হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, ভৃঙ্গরাজ রস, পিপুল-মূল, যষ্টিমধু, বড়এলাচ, পুনর্নবা, দেবদারু, আকান্ধী, শুঁঠ, শটী, বচ, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ঘৃত, মধু, পিপুল, ম-রিচ, কাকড়াশৃঙ্গী, রাস্না, দ্রাক্ষা, কাকোলী, বেড়েলা, কে-শরাজ, কণ্টকারী, বৃহতী, গুগ্গুলু, পদ্মকাষ্ঠ।

শিরোরোগে।

সোহাগা, পারা, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, রসসিন্দূর, অভ্র, বিষ।

ভাবনা।

ভাঙ্গের বীজ ধুস্তুর বীজ, কণ্টকারী বীজ, হিজল-বীজ, বৃদ্ধদারক, আদার রস, গুগ্গুলু, হরীতকী, আমলকী,

বহেড়া, যষ্টিমধু, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, দশমূল, ঘৃত, সিজের আটা, মরিচ, বৃহৎ গোক্ষুর, পিপুলমূল, গুলঞ্চ।

প্রদর রোগে।

লৌহ, তাম্র, হরিতাল, অভ্র, কপর্দ্দক, পঞ্চলবণ, শঙ্খ, রৌপ্য, খর্পর, বঙ্গ, রসাঞ্জন, বংশলোচন, খদির, গৈরিক, স্ফটিকা, হিরাকস।

ভাবনা।

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, চিতা, চই, বচ, হবুষা, কুড়, শঠি, আকান্দী, দেবদারু, এলাচ, ঘৃতকুমারীর রস, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, আকন্দপাতার রস, কাকড়াশৃঙ্গী, ধনে, তালিশপত্র, খদির, জীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, বেড়েলা, দন্তী, মধু, জাতিকোষ, লবঙ্গ, কঙ্কোল, খেজুর।

সূতিকা রোগে।

পারা, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, তুঁতে, সোহাগা, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, যবক্ষার, সীসা, মনঃশিলা, বিষ, হরীতাল, রসাঞ্জন, কাংস, পিত্তল, বঙ্গ, রৌপ্য, ধুস্তুর, কর্পূর।

ভাবনা।

থানকুনী, জম্বীর নেবুর রস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জয়ত্রী, নিসিন্দাপাতার রস, মধু, জাতিফল, লবঙ্গ, এলাচ, ধাইফুল, কুটজ, ইন্দ্রযব, আকান্দী, কাকড়াশৃঙ্গী, আতইচ, জোয়ান, প্রসারিণীপত্র,

ছাগদুগ্ধ, গোক্ষুর, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাউলা, কেশরাজ, দারচিনি, মুতা, গীমা, বাকস, পান, জটামাংসী, ব্রহ্মীশাক, যষ্টিমধু, পুনর্নবা, অপরাজিতা, আকন্দ, কৃষ্ণ-ধুস্তুর, দুরালভা, কাকমাচী।

উপদ্রবসহ গর্ভিণী রোগে।

রসসিন্দূর, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, গন্ধক, হিঙ্গুল, পারদ, স্বর্ণ, মাক্ষিকদ্বয়, হরিতাল, বঙ্গ, অভ্র।

ভাবনা।

জম্বীর নেবুর রস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কর্পূর, জাতিফল, জয়ত্রী, গোক্ষুর, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাউলা, আদার রস, ব্রাহ্মী, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, ক্ষেতপাপড়া, দশমূলী, লবঙ্গ।

বাল রোগে।

পারা, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক।

ভাবনা।

কেশরাজ, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, পান, কাকমাচী, গীমা, ঝুলটা, পুনর্নবা, থানকুনী, শ্বেতাপরাজিতা।

বিষ রোগে।

সোহাগা, তুঁতে, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিতাল, হিরাকস, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, হিঙ্গুল, তারমাক্ষিক, তাম্র, অভ্র, শঙ্খ, গৈরিক।

ভাবনা।

হরিদ্রা, জয়ত্রী, ঘোষা রস, ইন্দ্রবারুণী, বৃহতী, ব্রাহ্মী-শাক, নীলোৎপল, দাড়িম, আপামার্গ, শূকশিম্বী।

কুক্কুর শৃগাল দংশন জনিত রোগে।

পারা, গন্ধক, অভ্র, লৌহ

ভাবনা।

হরিদ্রা, বচ, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আতইচ, আকনাদি, বট, যজ্ঞডুম্বুর, পাকুড়, পান, পেঁয়াজ, নেবু, অশ্বত্থ, গৈরিক, হিঙ্।

রসায়ন ও বাজীকরণ।

(শুক্রাতিবর্দ্ধকে।)

পারা, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, কর্পূর, রসসিন্দুর, স্বর্ণ মাক্ষিক, স্বর্ণ, শিলাজতু, রৌপ্য, অভ্র, কাংস, শ্বেতধুনা।

ভাবনা।

বৃদ্ধদারক, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী তালমাখনা, বেড়েলা, শূকশিম্বী, গোরক্ষচাউলা, জয়ন্তী, জাতিফল, লবঙ্গ, ভাঙের বীজ, যমানী, এলাচ, শঙ্খপুষ্পী, বিড়ঙ্গ, ঘৃত, মধু, রক্তবকপুষ্পের রস, শ্বেতপদ্মের রস, শুঁদী, ইক্ষু রস, বাকস রস, লাক্ষার রস, কদলীমূলের রস, মোচরস, শুলফার রস, মালতি পুষ্পের রস, কুম্কুমের ক্বাথ, ব্রহ্মী-শাক, কস্তুরী, মুণ্ডিরী, সোনা, গুড়ুচী, তালমূলী, মুতা, তালীশপত্র, গজপিপ্পলী, চিতা, কুড়।

রসায়ন।

পারদ, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল, গন্ধক, কর্পূর, ধুস্তুর বীজ, সিদ্ধির-বীজ, সীসা, রসসিন্দূর, কস্তূরী।

ভাবনা।

বৃদ্ধদারক, জীরা, কর্পূর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, তালমাখনা, বেড়েলা, শূকশিম্বী, গোরক্ষচাউলা, জয়ন্তী, জাতিফল, লবঙ্গ, ভাঙের বীজ, শ্বেতধুনা, যমানী, এলাচ, শঙ্খপুষ্পী, বিড়ঙ্গ, ঘৃত, মধু, গোক্ষুর, হিজল বীজ, শর্করা, গুড়, দুগ্ধ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, প্রিয়ঙ্গু, ঘৃতকুমারীর রস, তালিশ পত্র, গজপিপ্পলী, কুড়।

সাম ও ক্ষয় রোগে।

স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল, কস্তূরী, রৌপ্য, সীসক।

ভাবনা।

যষ্টিমধু, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যজ্ঞডুমুর, খস, রক্তচন্দন, মুতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জায়ফল, জৈত্রী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, বাকস, গোক্ষুর, খয়েরকাট, কণ্টকারী, বৃহতী, বালা, তেজপাতা, কুড়, লবঙ্গ, কালাজীরা, ধনে, বেড়েলা।

শ্বাস কাস ক্ষয়াদি নাশক।

পারা, গন্ধক, লৌহ, বিষ, তাম্র, সোহাগা ;

ভাবনা।

বাকস, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারচিনি, তেজপাতা, বড়এলাচ, কটফল, মুতা, কুড়, সাদাজীরা, পিপুলমূল, চই, কটকী, গজপিপ্পলী, তালপাতা, ধনে, কমলাগুঁড়ি।

ইতি শ্রীভুবন চন্দ্র বসাকের রসায়ন

চিকিৎসা — সমাপ্ত।

রসায়ন চিকিৎসা।

ধাতু বিষয়ক।

(গন্ধক)

গুণ — কটু, তিক্ত, কষায়, তীক্ষ্ণ, বীর্য্যে উষ্ণ, রেচক ঘর্ম্ম ও কফপিত্ত নিবারক, পিত্তকর, পাকে কটু, চুলকানি বিসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ, বাত, কোষ্ঠবদ্ধ, অতিসার, অর্শ, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, জ্বর এই সব রোগ নাশক। রসায়ন, অপর পাঁচড়া, দদ্রু, উপদংশ, মন্দাগ্নি, শূল, গুল্ম, হৃগী, আমবাত, বাতরক্ত, গরমী, কর্ণশূল এইসব রোগে হিত।

অশোধিত গন্ধকের দোষ — কুষ্ঠকারক, বিষম জ্বর, বৃদ্ধিকর, শরীরের সুখ, রূপ, বল, ওজ ও বীর্য নাশক, রুধির বৃদ্ধিকর।

উত্তম শোধিত গন্ধক — জরা ও মৃত্যুনাশক, শ্রেষ্ঠ, অগ্নিদীপ্তকারী, বীর্য্যবর্দ্ধক, অস্থি কঠিন কারক।

লৌহ।

গুণ— তীক্ষ্ণ, তিক্ত, কষায়, রেচক, শীতল, মধুর, ভারী, রুক্ষ, নেত্রের হিত, লেখন ও বাতল, বয়স্য, কফপিত্ত,

রক্তপিত্ত, ক্ষয়, যক্ষ্মা, সকল প্রকার জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বালা, দাহ. বিষ, শূল, শোথ, অর্শ, প্লীহা, যকৃৎ, উদরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, তন্দ্রা, হলীমক, বহুমূত্র, মেহ, বাতব্যাধি, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, পাণ্ডু, মেদ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, এইসব রোগনাশক, কেশের হিত ।

অশোধিত লৌহে নপুংসকতা, কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ, শূল, পাথরী, হৃল্লাস আদি অনেক রোগ উৎপন্ন করে, মৃত্যুদায়ক ।

স্বর্ণমাক্ষিক ।

গুণ — স্বাদু, তিক্ত, লঘু, তুবর, বৃষ্য, পুষ্ট, রসায়ন, নেত্রের হিত, বস্তিপীড়া, কণ্ঠরোগ, পাণ্ডুরোগ, প্রমেহ, বিষ, উদরী, অর্শ, ভগন্দর, গর্ভরোগ, শোথ, চুলকানি, এবং ত্রিদোষ নাশক, বলকর, শ্বাস, কাস, মূর্চ্ছা, বমি, কফ ও ভ্রম নাশক ।

অশোধিতের গুণ — মন্দাগ্নি ও বলহীনকরে, ব্রণ, কুষ্ঠ, ও নেত্ররোগ জন্মায় ।

স্বর্ণ ।

গুণ - শীতল, পুষ্ট, বলকারী, ভারী, রসায়ন, স্বাদু, তীক্ষ্ণ, তুবর, পাকে স্বাদু, পিচ্ছিল, পবিত্র, ধাতুবর্দ্ধক, নেত্রের হিত, মেধা, স্মৃতি, মতিপ্রদায়ক, হৃদয়ের হিত, আয়ুবর্দ্ধক । ধ্বজভঙ্গ, মূত্ররোগ, যক্ষ্মা, শোথ, গ্রহণী, অর্শ, সোমরোগ, প্রমেহ, বহুমূত্র, মূত্রাঘাত, দুর্ব্বলতা, শুক্রদোষ,

অশোধিত সেবনে – বল বীর্য্য নাশকরে, রোগের-পালক, দুঃখদায়ী এবং প্রাণ নাশক।

হিঙ্গুল।

গুণ – তীক্ষ্ণ, রেচক, কষায়, কটু, নেত্ররোগ নাশক। কফ ও পিত্ত হারক, হৃল্লাস, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, কণ্ডু, বাত, প্লীহা, আমবাত, বিষ নাশক, পিত্ত নিঃসারক, পরি-বর্ত্তক।
গর্ভদোষ, সুতিকারোগ, বিষ, ক্ষয়, উন্মাদ, ত্রিদোষ, জ্বর ও শোথ এইসব রোগনাশক। কান্তিকর, বাণীশোধক, কামোদ্দীপক, বল ও বীর্যব্যর্দ্ধক, পুষ্টিকর, মতিস্থির কারক।

রৌপ্য।

গুণ — কষায়, শীতল, অম্ল, পাকে স্বাদু, বল ও পুষ্টি-কর। বাতব্যাধি, বলিপতিত, বাতপিত্ত, প্রমেহ আদি রোগ শীঘ্র বিনাশ করে। চিক্কণ, স্নিগ্ধ, রুচ্য, সারক।
অশোধিত রৌপ্য — শরীরে অনেক প্রকার রোগ উৎপন্ন করে। মলবর্দ্ধক, বীর্য্য নাশক।

পিত্তল।

গুণ — রুক্ষ, কটু, উষ্ণ, হিম, তিক্ত, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, রেচক তথা শোধন, রসে লবণ। পাণ্ডু, কফ, পিত্ত ও ক্রিমি রোগ নাশক, অতি লেখন।
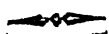
তারমাক্ষিক।

(রৌপ্য মাক্ষিক।)

গুণ — আস্বাদে তীক্ষ্ণ, পুষ্ট, রসায়ন, নেত্রের হিত। বস্তি পীড়া, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর রোগ, অর্শ, শোথ, ক্ষয়, চুলকানি ও ত্রিদোষ নাশক।

অশোধিতের গুণ — মন্দাগ্নি, বলহানি, বিষ্টম্ভ, নেত্র রোগ, কুষ্ঠ, ব্রণ সহিত গণ্ডমালা এইসব রোগ কারক।

তাম্র।

গুণ — মিষ্ট, কষায়, বমনক, চিড়চিড়ে, তুষ্টি, বল ও পুষ্টি কর, অম্ল, পাকে কটু, রেচক, পিত্ত ও কফ নাশক, শীতল, হালকা, লেখন। পাণ্ডু রোগ, অর্শ, উদরী, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, বিষ, সন্নিপাত, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, হৃদ্রোগ, চর্ম্ম রোগ, শূল, পরিণাম শূল, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি এই সব রোগ নাশক, অল্প বৃংহণ।

কাহার২ মতে অশোধিত তামা বিষ তুল্য। খাইলে অষ্ট প্রকার দোষ হয় যথা — দাহ, স্বেদ, অরুচি, মুর্চ্ছা, ক্লেদ, বিরেচন, বমন, ভ্রম, তজ্জ্যন্য উত্তম রূপে মারণ করিবেন।

তাম্র ভস্মের গুণ — অগ্নিমান্দ্য, অম্লপিত্ত, ভ্রান্তি ও শূল নাশক।

অভ্র।

জারিতের গুণ — কষায়, মধুর, শীতল আয়ু তথা ধা-

তুবর্দ্ধক। ব্রণ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, প্লীহা, উদর, গ্রন্থি, বিষ, ক্রিমি, ও ত্রিদোষ নাশক, শরীরের পুষ্টিপ্রদ, বীর্য্যবর্দ্ধক। দেহ তরুণ কারক, সতত স্ত্রীভোগ করণে শক্তি হয়। দীর্ঘায়ু পুত্র উৎপাদন করে, মৃত্যু ভয় হরণ করে।

অশোধিতের গুণ — শরীরের নানা প্রকার পীড়া ও অগ্নি নাশ করে। ভারী, হৃদয় ও পার্শ্বে অসহ্য পীড়া দায়ক, শোথ, কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাণ্ডু রোগের উৎপত্তি করে।

বঙ্গ। (রাঙ্‌।)

গুণ - হালকা, রেচক, রুক্ষ, গরম। প্রমেহ, কফ, ক্রিমি, পাণ্ডু, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, ক্ষয়, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, বহুমূত্র, সোম এই সব রোগ নাশক। নেত্রের হিত, কিছু পিত্ত কর, সমস্ত প্রমেহ রোগ নাশক, দেহের সৌখ্যতা, ইন্দ্রিয়ের প্রবলতা তথা পুষ্ট করে।

সীসা।

গুণ — হালকা, রেচক, রুক্ষ, গরম। প্রমেহ, কফ, ক্রিমি, পাণ্ডু, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, ক্ষয়. মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, বহুমূত্র, এইসব রোগ নাশক, নেত্রের হিত, কিছু পিত্ত কর, সমস্ত প্রমেহ রোগ নাশক, দেহের সৌখ্যতা, ইন্দ্রিয়ের প্রবলতা তথা পুষ্ট করে।

শঙ্খ।

গুণ — লঘু, কটু, পাকে কষায়, মধুর, বৃষ্য, হালকা,

লেখন, নেত্রের হিত, পুষ্ট, বীর্য্য ও বলপ্রদ। গুল্ম, শূল, শ্বাস, বিষ, কফ ও পিত্ত নাশক, শীতল।

গৈরিক।

গুণ — মধুর, স্নিগ্ধ, চিক্কণ, তুবর, কষায়, শীতল, নেত্রের হিত কর। দাহ, পিত্ত, রক্ত, কফ, হিক্কা, জ্বর, প্রদর, শোথ, যোনিরোগ, অগ্নিমান্দ্য ও বিষ নাশক, সংকোচক।

রসাঞ্জন।

গুণ — কটু, তিক্ত, মধুর, গরম, রসায়ন, তীক্ষ্ণ, বল্য, লেখন, ছেদন। কফ, জ্বর, রক্তপিত্ত, ছর্দ্দি, অপস্মার, হিক্কা, বিষ, নেত্র বিকার, ব্রণ, অর্শো এইসব রোগ নাশক।

তুঁতে।

গুণ — কটু, কষায়, ক্ষার, বমনক, গ্রাহী, বলকারক, রক্তরোধক, হালকা, লেখন, ভেদন, শীতল, নেত্রেরহিত। পিত্ত, আমাশয়, রক্তাতিসার, উদরাময়, শূল, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষত, উপদংশ, ব্রণ, বিষ, কুষ্ঠ, চুলকানি, পাথরী এইসব রোগ নাশক।

মনঃশিলা।

গুণ -- বর্ণের হিত, ভারী, রেচক, গরম, লেখন, কটু, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, চিক্কণ, বিষ, শ্বাস, কাস, কফ, রক্ত, জ্বর ও চর্ম্ম পীড়া এই সব রোগ নাশক।

অশোধিত— বলহানি কারক। মলমূত্র রোধক, শর্করা, সহিত মূত্রকৃচ্ছ্র কারক, সারক।

মণ্ডূর।

গুণ — লৌহের সমান, বিশেষ ক্রিমি, বাত, শূল, প্রমেহ, গুল্ম ও শোথ নাশক।

ভেলা।

গুণ — স্বাদু, পাকে ও রসে হালকা, কষায়, পাচন, চিক্কণ, তেজ, গরম, গ্রাহী, ছেদী, ভেদন, পবিত্র, অগ্নিকর। কফ, চর্ম্মরোগ, বাতরক্ত, বাত, ব্রণ, উদরব্যাধি, কুষ্ঠ, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, শোথ, আনাহ, জ্বর, ক্রিমি এইসব রোগ নাশক।

পারদ।

গুণ — ষট্‌রস, চিক্কণ, ত্রিদোষ নাশক, রসায়ন, অতি পুষ্ট, যোগবাহী, পুষ্টি ও বলকারক, জ্বরাদি সকল রোগ নাশাক, কুষ্ঠ নাশক, ঔষধ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আশু প্রতিকারক, সাধ্যাসাধ্যরোগের হিত।

অশোধিত পারার দোষ — বহ্নি, বিষ ও মল এই তিন, ইহাতে সন্তাপ, মরণ ও মূর্চ্ছা রোগ জন্মায়, অশোধিত পারা প্রয়োগে জীবন নাশ হয়।

পারদ ভস্মে জরাব্যাধি ও মূর্চ্ছিত পারদে ব্যাধ নাশক, উজ্জ্বল পারদ ঔষধে প্রশস্ত শোধিত। পারদ অমৃত জরাব্যাধি নাশক।

শিলাজতু।

গুণ — কটু, তিক্ত, তীক্ষ্ণ, গরম, পাকে কটু, রসায়ন, সংযোজক, কফ, প্রমেহ, পাথরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, কামলা, শ্বাস, বাতরক্ত, অর্শ, পাণ্ডু রোগ, মৃগী, উন্মাদ, শোথ, কুষ্ঠ, উদরী, ক্রিমি, জ্বর এইসব রোগ নাশক।

চারি জাতির ভিন্ন২ লক্ষণ ও গুণ — সুবর্ণ যুক্ত পর্ব্বতের শিলাজতুর রঙ্ চাঁপা ফুলের ন্যায় উহা রসে মিষ্ট, কটু, তীক্ষ্ণ, শীতল, পাকে কটু। রৌপ্য যুক্ত পাহাড়ের তাম্রবর্ণ রঙ্ হয় উহা শীতল, কটু, পাকেও কটু। তাম্র পর্ব্বতের শিলাজতু ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় রঙ্ হয় উহা তেজী, গরম। লৌহ সংযুক্ত, পর্ব্বতের জটায়ু বৃক্ষের ন্যায় রঙ্ হয় উহা তীক্ষ্ণ, ক্ষার, পাকে কটু ও শীতল হয়। (সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ)

হীরা।

জারিতের গুণ — তুষ্ট, বল, বীর্য্য, বর্ণ ও সৌখ্য কারী, সেবনে সর্ব্ব রোগ নাশ করে।

অশোধিত হীরার দোষ — কুষ্ঠাদি রোগ জন্মায়।

হরিতাল।

গুণ — কটু, স্নিগ্ধ, চিক্কণ, কষায়। গরম, বিষ, চুলকানি, কুষ্ঠ, জ্বর, মুখরোগ, রক্ত, পিত্ত, কেশ, প্রলাপ, বমন, গুল্ম, প্লীহা, চর্ম্মরোগ, বাতরক্ত, ব্রণ এই সব রোগ নাশক, বৃষ্য।

অশোধিত হরিতাল — দেহের সুন্দরতা নাশক, পীড়া দায়ক, কুষ্ঠ কারক, অঙ্গ সংকোচক প্রভৃতি দেহ নাশক, বিশেষ অনিষ্ট কর।

কঙ্কুষ্ঠ।

গুণ — রেচক, রুচিকারী, তীক্ষ্ণ, কিঞ্চিৎ গরম, কটু, বর্ণকারক, ক্রিমি, আধ্মান, শোথ, উদর রোগ, গুল্ম, আনাহ, শূল ও কফ নাশক।

বিষ।

গুণ — প্রাণ নাশক, ব্যবায়ি, বিকাশি, আগ্নেয়, বাত কফ হারক, যোগবাহি, মদকারক, হালকা, রুক্ষ, শ্লক্ষ্ণ, গরম ও তেজী, যুক্তি পূর্ব্বক প্রদানে প্রাণ দাতা, রসায়ন, যোগবাহি, ত্রিদোষ হারক, বৃংহণ ও বীর্য্য বর্দ্ধক।
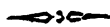
স্ফাটিকা। (ফট্‌কিরী।)

গুণ — কষায়, তীক্ষ্ণ, গ্রাহী, রক্তরোধক, ভেদক, গরম, অম্ল, বাত, পিত্ত, কফ, মুখ, তালু, জিহ্বা, কণ্ঠ, দন্ত, ক্ষত, প্রদর, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বমি, শোষ, ব্রণ শ্বেতকুষ্ঠ ও বিসর্প নাশক, যোনি সংকোচ কর।

টঙ্কণ। (সোহাগা।)

গুণ — অগ্নিকর, রুক্ষ, কফহর, বাতপিত্ত কারক, শীতল, মূত্রল, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য, চর্ম্মরোগ, ক্ষত, উদরাময়, মুখ, জিহ্বা, দন্ত, স্ফীত, গল বিস্ফু-

চিকা, শূল, যক্ষ্মা, ক্ষয়, শিরঃ এই সব রোগ নাশক, গর্ভ নিবারক।

হীরাকস। (কাসীস।)

গুণ — গরম, অম্ল, তীক্ষ্ণ, তিক্ত, কষায়, বাত কফ হারক, কেশ ও নেত্রের হিত কর। কণ্ডু, বিষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রিমি প্লীহা, প্রদর, জ্বর, শূল, হৃদ্রোগ, ক্ষত, উপদংশ, অর্শ, হিক্কা, অশ্মরী, শ্বেতকুষ্ঠ এই সব রোগ নাশক, রক্তজ, বল্য, রজোনিঃসারক, স্তন কঠোরক।

সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা।

গুণ - স্নিগ্ধ, মধুর, হিম, চাক্ষুষ্য, দাহ, রক্তপিত্ত, কফ, হিক্কা ও বিষ নাশক।

প্রবাল।

গুণ - মধুর, অম্ল, কষায়, শীতল, সারক, স্বাদু, বর্ণ্য, কান্তিপ্রদ, নেত্রের হিত, ধারণে মঙ্গল দায়ক।

শ্বাস, কাস, ক্ষয়, কফ, পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, বহুমূত্র, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, হিক্কা এইসব রোগ নাশক, পুষ্টি ও বল কারক।

নিসাদল।

গুণ - তীক্ষ্ণ, কটু, অম্ল, তিক্ত, কষায়, শিরঃশূল, বেদনা, রক্তস্রাব, বাত, শোথ এই সব রোগনাশক।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসায়ন চিকিৎসা গ্রন্থে ধাতু বিষয়ক।

রসায়ন চিকিৎসা।

গুণ পর্য্যায়।

কটু — গন্ধক, হিঙ্গুল, পিত্তল, শঙ্খ, রসাঞ্জন, তুঁতে, মনঃশিলা, শিলাজতু, হরিতাল, কঙ্কুষ্ঠ।

তিক্ত — গন্ধক, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্যমাক্ষিক, পিত্তল, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, শিলাজতু, হিরাকস।

কষায় — গন্ধক, লৌহ, হিঙ্গুল, রৌপ্য, তাম্র, অভ্র, গৈরিক, তুঁতে. মণ্ডুর, হরিতাল, স্ফাটিকা, হিরাকস, প্রবাল।

বীর্য্যে উষ্ণ — গন্ধক।

তীক্ষ্ণ — গন্ধক, লৌহ, স্বর্ণ, পিত্তল, তারমাক্ষিক, তাম্র, বঙ্গ (রাঙ্), রসাঞ্জন, মনঃশিলা, ভেলা, শিলাজতু, কঙ্কুষ্ঠ, বিষ, স্ফাটিকা, হিরাকস।

ধর্ম্ম নিঃসারক — গন্ধক।

কফ নিঃসারক — গন্ধক।

পিত্তকর — গন্ধক, বঙ্গ (রাঙ্), সীসা।

পাকে কটু — গন্ধক, তাম্র, শিলাজতু।

চুলকানি নাশক — গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গু, তারমাক্ষিক, তুঁতে, হরিতাল, হিরাকস।

বাত নাশক — গন্ধক, লৌহ, হিঙ্গুল, রৌপ্য, মণ্ডুর, ভলা স্ফটিকা।

কোষ্ঠবদ্ধ নাশক — গন্ধক, লৌহ।

রসায়ন — গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, তারমাক্ষিক. রসাঞ্জন, পারদ, শিলাজতু, বিষ।

পাঁচড়া নাশক — গন্ধক।

দদ্রু নাশক — গন্ধক।

গরমী নাশক — গন্ধক।

শীতল — লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, তাম্র, অভ্র, শঙ্খ, গৈরিক, তুঁতে, হরিতাল, সোহাগা, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, প্রবাল।

মধুর — লৌহ, মাক্ষিক, তাম্র, অভ্র, শঙ্খ, গৈরিক, রসাঞ্জন, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, প্রবাল।

ভারী — লৌহ, স্বর্ণ, মনঃশিলা।

লেখন — লৌহ, পিত্তল, তাম্র, শঙ্খ, রসাঞ্জন, তুঁতে, মনঃশিলা।

বাতল — লৌহ।

বয়স্য — লৌহ।

কফপিত্ত নাশক — লৌহ, হিঙ্গুল।

তন্দ্রা নাশক — লৌহ।

কেশের হিত — লৌহ।

স্বাদু — স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ. ভেলা, প্রবাল।

লঘু — স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র, বঙ্গ [রাঙ্], সীসা, শঙ্খ, তুঁতে, বিষ।

বৃষ্য — স্বর্ণমাক্ষিক, শঙ্খ, হরিতাল।

পুষ্ট — স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তারমাক্ষিক, তাম্র,

বঙ্গ (রাঙ্), শঙ্খ, পারদ, হীরা ।

বস্তিপীড়া নাশক — স্বর্ণমাক্ষিক, তারমাক্ষিক ।

ত্রিদোষ নাশক । স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, তারমাক্ষিক, অভ্র, পারদ, বিষ ।

পাকে স্বাদু — স্বর্ণ, রৌপ্য ।

পিচ্ছিল — স্বর্ণ ।

পবিত্র — স্বর্ণ। ভেলা ।

ধাতুবর্দ্ধক — স্বর্ণ, অভ্র ।

মেধাবর্দ্ধক — স্বর্ণ ।

স্মৃতিপ্রদায়ক — স্বর্ণ ।

মতি প্রদায়ক — স্বর্ণ ।

আয়ুবর্দ্ধক — স্বর্ণ, অভ্র, হীরা ।

দুর্ব্বলতা নাশক — স্বর্ণ ।

শুক্রদোষ নাশক — স্বর্ণ ।

কান্তিকর — স্বর্ণ, প্রবাল ।

বাণীশোধক — স্বর্ণ ।

কামোদ্দীপক — স্বর্ণ ।

বীর্য্য বর্দ্ধক — স্বর্ণ, শঙ্খ, হীরা, বিষ ।

ভ্রম নাশক — স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক ।

বলি পতিত নাশক — রৌপ্য ।

চিক্কণ — রৌপ্য, গৈরিক, মনঃশিলা, ভেলা, পারদ, হরিতাল ।

স্নিগ্ধ — রৌপ্য, পিত্তল ।

রুচ্য — রৌপ্য, কঙ্কুষ্ঠ ।

সারক — রৌপ্য, প্রবাল।

রুক্ষ — পিত্তল, বঙ্গ (রাঙ,), সীসা, বিষ, সোহাগা।

উষ্ণ — পিত্তল, বঙ্গ (রাঙ্), সীসা, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, ভেলা, শিলাজতু, হরিতাল, কঙ্কুষ্ঠ, বিষ, স্ফাটিকা, হিরাকস।

রসে লবণ — পিত্তল।

বমনক — তাম্র, তুঁতে।

চিড়চিড়ে -- তাম্র।

বৃংহণ — তাম্র, বিষ।

ব্রণ রোগ নাশক — অভ্র, রসাঞ্জন, তুঁতে, ভেলা, হরিতাল, স্ফাটিকা।

গ্রন্থি রোগ নাশক — অভ্র।

দেহ তরুণকর — অভ্র।

মৃত্যু ভয় হারক — অভ্র।

দেহের সৌখ্যতা কারক- বঙ্গ [রাঙ্], সীসা, হীরা।

ইন্দ্রিয়ের প্রবলতা কারক - বঙ্গ [রাঙ্], সীসা।

ক্ষার — তুঁতে।

গ্রাহী — তুঁতে, ভেলা, স্ফাটিকা।

রক্তরোধক — তুঁতে, স্ফাটিকা।

ভেদনক— তুঁতে, ভেলা, স্ফাটিক।

ক্ষত নাশক - তুঁতে, স্ফাটিকা, সোহাগা, হিরাকস।

বর্ণের হিত — মনঃশিলা, হীরা, কঙ্কুষ্ঠ, প্রবাল।

পাকে হালকা — ভেলা।

রসে হালকা — ভেলা।

পাচন — ভেলা।

ছেদন ভেলা।

অগ্নিকর — ভেলা, সোহাগা।

সংযোজক — শিলাজতু।

শর্করা নাশক — শিলাজতু।

কেশ নাশক - হরিতাল।

প্রলাপ নাশক — হরিতাল।

বমন নাশক—হরিতাল, স্ফাটিকা।

আধ্মান নাশক — কঙ্কুষ্ঠ।

প্রাণ নাশক — বিষ।

ব্যবায়ি — বিষ।

বিকাশি — বিষ।

কফ বাত হারক — বিষ, হিরাকস।

যোগবাহী — মনঃশিলা, বিষ।

মদ কারক — বিষ।

সূক্ষ্ম — বিষ।

প্রাণ দাতা — বিষ।

যোনি সংকোচক — স্ফাটিকা।

বাত পিত্ত কারক — সোহাগা।

মূত্রল — সোহাগা।

স্ফীত নাশক — সোহাগা।

গর্ভ নিবারক — সোহাগা।

কেশের হিত — হিরাকস।

রক্তজ — হিরাকস।

রজোনিঃসারক — হিরাকস।

স্তন কঠোরক — হিরাকস।

সংকোচক — গৈরিব, অহিফেণ, খড়ি, তুঁতে, ফট্‌কিরী, মুদ্রাশঙ্খ, মোচরস।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসায়ন চিকিৎসা গ্রন্থে
গুণ পর্য্যায় সমাপ্ত।

রসায়ন চিকিৎসা

শোধন ও মারণ প্রকরণ।

তাম্র ভস্ম।

উত্তম তাম্রকে আগুনে উত্তপ্ত করিয়া ৩ তিন বার জলে ও ৩ তিন বার কুলের ক্বাথে ডুবাইবেন। পুনঃ উক্ত তামার উপর নীচে পঞ্চলবণ, [সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট্, সৌবর্চ্চল, উদ্ভিদ।] দিয়া পুট পাক করিলে ভস্ম হইবেক। উক্ত ভস্ম মধু পিপুলের সহিত খাইলে শ্বাস কাস দূর হয়।

প্রকারান্তর।

তাম্রপত্র ক্ষুদ্র২ করিয়া তিন দিন নেবুতে ভিজাইয়া চতুর্থাংশ পারদ ও নেবুর রস দিয়া মর্দ্দন করিবে, নেবুর রসে গন্ধক ঘষিয়া তাম্রপত্র লেপ দিয়া ডেলা করিবে, পরে আমরুলের পাতা বাটিয়া উহাতে লেপিবে। পরে উহা মুসা মধ্যে পূরিয়া ও লেপ দিয়া বালুকা যন্ত্রে বা গজপুটে দুই তিন দিন পোড় দিয়া ওলের ক্বাথে মর্দ্দন করত পুনর্ব্বার গোলক প্রস্তুত করিবে এবং তাহা ওলের মধ্যে পূরিয়া ও মাটীতে লেপিয়া শুষ্ক করণানন্তর গজপুটে পোড় দিলে তাম্র ভস্ম হয়।

তাম্রের ক্ষুদ্র২ পত্র, গন্ধক ও নেবুর রসে মাড়িয়া মুচীর উপর নীচে গন্ধক দিয়া তাম্র পত্র রাখিয়া বস্ত্রমৃত্তিকার লেপ দিয়া গজপুটে তিন চার বার পোড় দিলে তাম্র ভস্ম হয়।

তাম্র ভস্মের গুণ — সেবনে বমন, বিরেচন, দাহ ও

অরুচি প্রভৃতি হয় না। পিত্ত, শ্লেষ্মা, পাণ্ডু, উদরী, অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূল নাশক। বিষ ভোজীকে বমন করাইবার জন্য চিনি ও মধু সহ সেবনীয়। জারিত তাম্র, বেণার মূল ও নাগেশ্বর — শীতল জল সহ পান করিলে মূর্চ্ছা রোগ ভাল হয়।

হরিতাল ভস্ম।

হরিতাল দুই ভাগ, পারা ১ ভাগ, ফট্‌কিরি ৫ পাঁচ ভাগ এই সমুদায় এক পাত্রে রাখিয়া কুকসার রসে খল করিয়া শুকাইয়া উপর নীচে প্রদীপ বা সরায় পুটপাক করিলে সুন্দর রূপে ভস্ম হইয়া যাইবেক। এই হরিতাল ভস্ম অবস্থা বিবেচনায় এক চাউল পরিমিত রোগীকে দিবেন। ইহাতে বাতরক্তাদি সমস্ত রোগ নষ্ট হয়।

পারা শোধন।

রাই সরিষা, রসুনের কোয়াতে মুসা যন্ত্রে পারা দিয়া মুখ বন্ধ করত বস্ত্রে বাঁধিয়া দোলা যন্ত্রে কাঁজিতে তিন দিবস আঁচ দিলে পারা শোধন হয়। পুনঃ এক দিন ঘৃতকুমারীর রসে করিবেন, এক দিন চিতার ক্কাথে, এক দিন কাকমাচীর রসে এক দিন ত্রিফলার ক্কাথে যত্ন পূর্ব্বক খল করত কাঁজিতে ধুইয়া পারা লইবেন।

প্রকারান্তর।

পারা এক ভাগ, সৈন্ধব লবণ অর্দ্ধ ভাগ এক দিন নেবুর রসে উত্তম রূপে খল করিয়া রাই, রশুন ও নিশাদল সমভাগ পারার লইয়া পারার সহিত কুশাম্বুতে মর্দ্দন করি-

বেন, শুখাইয়া গাঢ় হইলে বটী করত হিঙের লেপ দিয়া এক হাঁড়িতে লবণ পূর্ণ করিয়া উহার মধ্যে পারার বটী রাখিয়া উপরে অন্য হাঁড়ি দিয়া হাঁড়ীর মুখ উত্তমরূপে মৃত্তিকার লেপ দিয়া তিন প্রহর আঁচ দিবেন, শীতল হইলে উপরের হাঁড়িতে সংলগ্ন পারা চাঁচিয়া লইবেন এই পারা সর্ব্ব কার্য্যোপযোগী।

প্রকারান্তর।

পারদ ইষ্টক চুর্ণ, পান ও রস্থনের রসে মর্দ্দন করিয়া পরে চারি পুরু ন্যাপড়ের মধ্যে বাঁধিয়া দোলাযন্ত্রে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবেন শীতল হইলে জল দ্বারা ধৌত করিয়া সুর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করিয়া লইবেন।

প্রকারান্তর।

প্রথমে রস্থনের রসে এক দিবস পারদ ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ইষ্টক চুর্ণ, গৃহ ঝুল ও হরিদ্রা চূর্ণ সমভাগ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া শীতল জলে ধৌত ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে পারা শোধন হয়।

মতান্তরে।

প্রথম রস্থনের রসে, দ্বিতীয় আদার রসে, তৃতীয় পানের রসে, চতুর্থ জয়ন্তী পাতার রসে, পঞ্চম নিসিন্দা পাতার রসে, ষষ্ঠ ধুতূরা পাতার রসে, সপ্তম সিদ্ধি পাতার রসে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র২ খল করিয়া মাটীর ভিতর তিন দিবস পুঁতিয়া রাখিলে পারা শোধন হয়।

প্রকারান্তর।

ঘৃতকুমারীর রস ও হরিদ্রা চূর্ণ দিয়া এক দিন মর্দ্দন

করিলে পারদ বিশুদ্ধ হয়।

প্রকারান্তর।

জয়ন্তী, এরণ্ড, আদা ও কাকমাচী ইহাদের স্বরসে মর্দ্দন করিয়া পারা শোধন করিতে হয়। চক্রদত্ত —

পারা ভস্ম।

পারা ১ এক ভাগ, রাঙ্‌ ২ দুই ভাগ একটা মাটীর পাত্রে নিমের ডালে ঘুঁটিয়া অপর এক পাত্র ঢাকা ও মাটীর লেপ দিয়া ১২ ঘণ্টা আঁচ দিলে ভস্ম হইয়া যাইবেক।

এই ভস্ম অনুপান বিশেষে অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রদানে আমবাতাদি রোগ ভাল হয়।

পারা মারণ।

পারদ, গন্ধক ও নিশাদল সমভাগ লইয়া নেবুর রসে মর্দ্দন করিবেন। পরে কাঁচের সিসিতে পূরিয়া মুখপর্য্যন্ত মৃত্তিকা বস্ত্রের লেপ দিবেন উহার তৎপরে অধঃ সচ্ছিদ্র হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া বালুকাপূর্ণ করত ক্রমশঃ বার প্রহর কঠিন জ্বাল দিবেন। শীতল হইলে পাত্র ভাঙ্গিয়া ঊর্দ্ধস্থ গন্ধক ফেলিয়া অধস্থ মৃত পারদ গ্রহণ করিবে।

প্রকারান্তর।

অপামার্গ বীজে মুসা প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞডুমুর রস দ্বারা পিষ্ট পারদ রাখিবেন। দ্রোণপুষ্প, বিড়ঙ্গ ও গুয়েবাবলা চূর্ণ উহার অধঃ ও ঊর্দ্ধে দিয়া বস্ত্র মৃত্তিকার লেপ প্রদান পূর্ব্বক দিলে পারদ ভস্ম হয়।

প্রকারান্তর।

যজ্ঞডুমুরের রসে পারদ মর্দ্দন করিয়া যজ্ঞডুমুরের আটা

ও হিং একত্রে মিশাইয়া মুসাতে রাখিয়া বস্ত্র মৃত্তিকার লেপ দিয়া গজপুটে পোড় দিলে পারদ ভস্ম হয়।

প্রকারান্তর।

পানের রসে পারদ মর্দ্দন পূর্ব্বক কর্কটী কন্দের মধ্যে পূরিয়া বস্ত্র মৃত্তিকার লেপ দিয়া গজপুটে পোড় দিলে পারদ ভস্ম হয়।

বঙ্গ তাম্র ভস্ম।

বঙ্গ ও তাম্র সমভাগ লইয়া দুয়ের সমান লবণ দিয়া মৃত্তিকা পাত্রে গজপুটে জ্বাল দিলে সুন্দর রূপে ভস্ম হইয়া যায়। উক্ত ভস্ম অনুপান অনুসারে খাইলে প্রমেহ ভাল হয়। অগ্নিদীপ্ত, কাস ও শ্বাস নাশ হয়। শুক্র গাঢ় করে।

বঙ্গ শোধন।

রাং আগুনে গালাইয়া মেষ দুগ্ধ, তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থ কলায়ের ক্বাথ অথবা কেবল আকন্দের আটায় শোধন হয়।

বঙ্গ মারণ।

মৃৎ পাত্র বা লৌহ কটাহে বঙ্গ গালাইয়া তাহাতে যবক্ষার, তেঁতুলের শাঁস অথবা তেঁতুল বৃক্ষের ছাল ও অশ্বত্থ ছাল চুর্ণ বঙ্গের চতুর্থাংশ প্রক্ষেপ দিয়া লৌহ খুন্তি দ্বারা অনবরত প্রচালন করিতে থাকিবে। এই রূপ নাড়িতে নাড়িতে বঙ্গ ভস্ম হয়, তৎপরে জল বা দুগ্ধ দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবেন।

লৌহ।

কান্তি লৌহ তৎপরিবর্ত্তে ইস্পাতের পাতলা পাত তপ্ত করিয়া ঘোল, তৈল, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থ কলায়ের ক্বাথে তিন তিন বার ডুবাইলে শোধন হয়। তৎপরে হামামদিস্তায় চূর্ণ করত গোমূত্রে মাড়িয়া গজপুটে ঘুঁটিয়ার পোড় দিবেন।একশত হইতে এক হাজার বার পোড় দেওয়া বিধি। জারিত লৌহ চূর্ণ জলে ভাসে এবং চক্ষুতে দিলে অসুখ বোধ হয় না।

প্রতিবার পোড় দিবার পূর্ব্বে গোমূত্রে খল করিবেন, লৌহ উত্তমরূপে জারিত হইলে বেগুণের গায়ের ন্যায় ঈষদ্ কাল বর্ণ হয়।

লৌহ ভস্ম।

শোধিত লৌহ চূর্ণ পাতাল গরুড়ীর রস, ঘৃতকুমারীর রস ও কুঠারছিন্নিকা প্রত্যেকের রসে তিন তিন বার মাড়িয়া ছয় বার পোড় দিলে লৌহ ভস্ম হয়।

প্রকারান্তর।

লৌহ চূর্ণ ও তাহার দশমাংশ হিঙ্গুল লইয়া ঘৃতকুমারির রসে দুই প্রহর মাড়িয়া পোড় দিবে। এইরূপ সাত্ত পোড়ে লৌহ ভস্ম হয়।

প্রকারান্তর।

পারদ ১ এক ভাগ, গন্ধক ২ দুই ভাগ একত্রে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে পরে উভয়ের সমান লৌহ চূর্ণ দিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া পিণ্ডাকৃতি করণানন্তর তাম্রপাত্রে রাখিয়া এরণ্ড পত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দুই প্রহর রৌদ্রে

রাখিয়া দিবে। উক্ত হইলে তাম্র পাত্রোপরি একখানি সরা ঢাকাদিয়া ধান্যরাশির মধ্যে তিন দিবস রাখিয়া পেষণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবেন।

প্রকারান্তর।

দাড়িমের পাতার রসে লৌহ চূর্ণ ভিজাইয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ২১ একবিংশতি বার পোড় দিলে ভস্ম হয়।

মারিত লৌহের গুণ।

গুণ — তিক্ত, কষায়, মধুর, গুরু, রুক্ষ, বয়স্য, চাক্ষুষ্য লেখন, বাতল, বলকর, রক্ত বর্দ্ধক। কফ, পিত্ত, জ্বর, শূল, শোক, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডু, মেদ, মেহ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও বাতব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ রোগ নাশক। লৌহ সেবন কালে কুষ্মাণ্ড, তিল তৈল, কুলত্থকলায়, সর্ষপ ও অম্ল ভক্ষণ নিষেধ।

প্রকারান্তর।

শোধিত লৌহকে চূর্ণ করিয়া পাতাল গরুড়ীর রসে পিষিয়া তিন বার আঁচ দিবেন, পরে ঘৃতকুমারীর রসে তিন বার পুনঃ কুড়চীর ছালের ক্বাথে ঘুঁটিয়া ছয় বার আঁচ দিলে লৌহ ভস্ম হয়।

প্রকারান্তর।

লৌহের দ্বাদশাংশ হিঙ্গুল দিয়া দুই প্রহর খল করিয়া আঁচ দিবেন এইরূপ সাতবার আঁচ দিলে লৌহ ভস্ম হইয়া যায়।

প্রকারান্তর।

কুড়চীর রসে বা পাতাল গরুড়ীর রসে বা স্তন দুগ্ধে

বা আকন্দের রসে হিঙ্গুল দিয়া খল করত আঁচ দিলে লৌহ ভস্ম হইয়া যায়।

প্রকারান্তর।

মনঃশিলা ও গন্ধক আকন্দের আটায় খল করিয়া সপ্ত ধাতুতে লেপ দিয়া দ্বাদশ বার আঁচ দিলে ভস্ম হইয়া যায়।

প্রকারান্তর।

স্বর্ণমাক্ষিক ও শাঁচি শাক পেষণ করিয়া তদ্দারা কান্ত লৌহ লেপন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে নির্ব্বাপিত করত চূর্ণ করিবে, পরে হস্তিকর্ণ পলাস, ত্রিফলা, বৃদ্ধদারক, মাণকচু, ওল, হাড়যোড়া গাছ, আদা, দশমূল, মুড়মুড়িয়া ও তালমূলী এই সকল দ্রব্যের রসের অভাবে অষ্টভাগাবশিষ্ট ক্বাথে বারম্বার ভাবনা, পেষণ ও পুটে দগ্ধ করিবে। যাবৎকাল উত্তমরূপ চূর্ণ না হয় তাবৎ কাল পর্য্যন্ত পুনঃ২ ভাবনাদি করিলে লৌহ বিশুদ্ধ হয়।

হিঙ্গুলোত্থিত পারা হিঙ্গুল দেখ।

হিঙ্গুল হইতে পারা নির্গত করণ বিধি।

নেবুর রসে বা নিমপাতার রসে এক প্রহর হিঙ্গুল মাড়িয়া ডমরু যন্ত্রে জ্বাল দিলে পারা নির্গত হয়। উক্ত পারা সর্ব্বকার্য্যোপযোগী।

প্রকারান্তর।

পাল্‌তে মাদারের রসে হিঙ্গুল এক দিন মাড়িয়া চাকি করিবে, পরে একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া তদুপরি উক্ত চাকি সংস্থাপন করত মালসার নীচে খড়ি মাখাইয়া উহা বসাইয়া উত্তমরূপে লেপিবে। মালসায় জলদিয়া হাঁ-

ড়ীর নীচে জ্বাল দিবে ও মালসার জল গরম হইলে কতক ফেলিয়া শীতল জল দিবে এবং হিঙ্গুল না নড়িলে হাঁড়ির জ্বাল বন্ধ করিবে। পরে নেবু রস মর্দ্দন ও জলে সিদ্ধ করত পারদ লইবে।

হিঙ্গুল শোধন।

হিঙ্গুল মেষের দুগ্ধে ও নেবুর রস খল করিয়া শুখাইবেন। এইরূপ সাত বার ভাবনা দিলে হিঙ্গুল শোধন হয়।

প্রকারান্তর।

অম্ল রসে ৭ সাতবার ও ভেড়ার দুগ্ধে সাতবার ভাবনা দিলে হিঙ্গুল শোধন হয়।

হিঙ্গুল মারণ বিধি।

৪ চার তোলা শোধিত উত্তম হিঙ্গুলের ডেলা লইয়া মুচিতে এক পোয়া নেবু রস, /৫ পাঁচ সের পেঁয়াজের রস দিয়া অগ্নুত্তাপে মাড়িয়া /।০ এক পোয়া কুঁচিলে, /।০ এক পোয়া কস্তুরী, /।০ এক পোয়া রাই, /১ এক সের পেঁয়াজ, /১ এক সের মধু একত্রে পিষিয়া ডেলা করত উহার মধ্যে হিঙ্গুল দিয়া অষ্ট প্রহর কঠিন জ্বাল দিলে হিঙ্গুল সিদ্ধ হয়। ওজনে ঠিক থাকে রঙ লাল হয়। পানের সহিত অর্দ্ধ বা এক রতি সেবন করিয়া পথ্যানুসারে থাকিলে সমস্ত রোগ দূর, ক্ষুধা বৃদ্ধি এবং নপুংসকতা নাশ হয়।

গন্ধক শোধন।

গন্ধক চূর্ণ করিয়া লৌহ পাত্রে ঘৃত গন্ধকের সমভাগ

দিয়া তপ্ত করত গন্ধক চূর্ণ দিবেন। গন্ধক গলিয়া গেলে চতুর্গুণ দুগ্ধে নিঃক্ষেপ করিলে গন্ধক শোধন হয়।

গন্ধক তণ্ডুলকণার ন্যায় চূর্ণ করিয়া লৌহ পাত্রে ভৃঙ্গরাজের রসে তিন বার ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লৌহ পাত্রে রাখিয়া কুল কাটের আগুণে গলাইয়া কোন এক পাত্রে ভৃঙ্গরাজের রস রাখিয়া ঐ পাত্রের মুখে ঘৃত মাখান বস্ত্র বাঁধিয়া ঢালিয়া দিবে এবং রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে গন্ধক বিশুদ্ধ হয়।

রসসিন্দূর প্রস্তুত বিধি।

শোধিত পারা আট তোলা, এক তোলা বিশুদ্ধ সোনা একত্রে খল করিবেন। পরে দন্ত খড়িকার রসে তদনন্তর রক্তকাপাসের ফুলের রস দিয়া খল করত উহাতে শোধিত ১॥০ দেড় তোলা গন্ধক দিয়া কজ্জলী করিবেন।

ইহাকে হরগৌরী রসও কহে।

প্রথমে পারায় হরিদ্রা ও ইট চূর্ণ দিয়া নেবুর রসে তিন দিন খল করিলে সপ্ত দোষ নিবারণ হয়। পরে ত্রিফলা, কাঁজী, চিতে, গারপাটা, শুঁঠ, মরিচ, পিপুল, রসুন ও জম্বীর নেবুর রসে পর পর তিন তিন দিন খল করিলে পারা শোধন হয়। এই পারা এক হাঁড়ীর মধ্যে দিয়া অপর এক হাঁড়ী মুখে রাখিয়া মুখ বন্ধ করত জ্বাল দিলে উপরের হাঁড়ির নিম্ন তলায় পারা জমিয়া যায়, উপরে হাঁড়ির উপরে ১ একখানি ভিজে কাপড় রাখিবেন।

হিঙ্গুলোত্থিত বা শোধিত পারা এবং সমভাগ আম্লাসার গন্ধক বটের ঝুড়ির রসে এক দিন খল করিয়া মোটা

কঠিন সিসির মধ্যে রাখিয়া বস্ত্র লেপ উত্তম রূপে দিয়া বালুকা যন্ত্রে আঁচ দিয়া শীতল হইলে রসসিন্দূর প্রস্তুত হয়। রক্ত হিঙ্গুলের ন্যায় হয়।

শুদ্ধ পারদ ৪ ভাগ, শুদ্ধ গন্ধক ১ ভাগ লইয়া কজ্জলী করিবেন। পরে শক্ত বোতলে মাটী ও কাপড়ের লেপ দিয়া শুকাইয়া তন্মধ্যে কজ্জলী দিয়া বালুকা যন্ত্রে চার দিন জ্বাল দিলে বোতলের গলায় সংলগ্ন সিন্দূরবৎ সিন্দূর সদৃশ রস গ্রহণ করিবেন।

যড় গুণ বলিজারিত রসসিন্দূর।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া রসসিন্দূর প্রস্তুত করিবেন, পরে উক্ত রসসিন্দূরের সমান গন্ধক লইয়া পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধ পাতন করিবে, এই রূপ ৬ ছয় বার করিলে সচরাচর ব্যবহৃত রসসিন্দূর অপেক্ষা অধিক গুণ হয়।

অভ্র শোধন ও জারণ।

কৃষ্ণবর্ণ অভ্রের পত্র সকল খুলিয়া শক্ত কাপড়ের থলিয়ার মধ্যে পূরিয়া হরিদ্রা বর্ণ কড়ি কতকগুলিন দিয়া মর্দ্দন করিলে চূর্ণ হয় পরে কাঁজিতে এক দিবস ভিজাইয়া পিষিবে, পরে ওল, মাণকচু, হাড়যোড়া, থাড়কেন, চাপালইটা, শাঁচিশাক, কালমারিষ, পুনর্নবা, বৃহতী, ভৃঙ্গরাজ, শ্বেতকণ্টকারী, বেগুণে ইহাদের প্রত্যেকের রসে পুনঃ২ ভাবনা ও পেষণ করত পোড় দিবে যে পর্য্যন্ত নিশ্চন্দ্র না হয়, ভাবনা ও পুটে অভ্র শুদ্ধ হইবে।

কৃষ্ণাভ্র অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া দুগ্ধে নিঃক্ষেপ করত পাত খুলিয়া কাঁটানটের রস ও কাঁজিতে ৮ আট প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে অভ্র শোধিত হয়।

ধান্যাভ্রক।

কম্বল মধ্যে অভ্রের সিকি ভাগ ধান্য দিয়া তিন রাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিলে কম্বল মধ্য হইতে সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম অভ্র চূর্ণ পড়ে, ইহাকে ধান্যাভ্রক কহে।

১। ধান্যাভ্রক শুষ্ক করিয়া ও অর্কক্ষীর দ্বারা মর্দ্দন করিয়া চক্রাকার করিবে। আকন্দ পাতা জড়াইয়া শরায় সংপুট করত গজপুটে সাতবার পোড় দিবে। তদনন্তর বটের জটার ক্বাথে মাড়িয়া ও পূর্ব্বরূপ চক্রাকার করিয়া তিন বার পোড় দিবে। ইহাতে অভ্র মারণ সিদ্ধ হয়। মৃতাভ্র সম পরিমিত ঘৃত সহ লৌহ কটাহে পাক করিবে ঘৃত নিঃশেষ হইলে নামাইবে ইহা সর্ব্বকার্য্যোপযোগী।

২। ধান্যাভ্রক গোমূত্র বা কুকুরশোঁকার পাতার রস দিয়া মাড়িয়া চাক্তি বাঁধিবে, পরে তাহা শরায় সংপুটে রাখিয়া গজপুটে পোড় দিবে যখন অভ্র নিশ্চন্দ্র ও ইষ্টক বর্ণ হইবে, তখনই ব্যবহারের উপযোগী হইবে। একশত হইতে এক সহস্র পোড় দিলে অভ্র উৎকৃষ্ট হয়।

মারিত অভ্রের গুণ — কষায়, মধুর, আয়ুষ্য, ত্রিদোষ নাশক, বল, বীর্য্য ও পুষ্টি বর্দ্ধক, কামোদ্দীপক ও পরিবর্দ্ধক। ব্রণ, কুষ্ঠ প্লীহা, উদরী, গ্রন্থি, বিষ, ক্রিমি প্রভৃতি রোগের হিতকারী।

মণ্ডূর শোধন।

শ্বেত সুইলটা, শ্বেত বেড়েলা, গুড়ুচী, অপামার্গ, চাপালাইটা ও পুনর্নবা ইহাদের মূল, পাতা ও শাখা একত্রী

স্থালী মধ্যে পাতিয়া তদুপরি জীর্ণ মণ্ডূর দিবে। পুনর্ব্বার ঐ সকল মূল পত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া গোমূত্রের সহিত তিন দিন পর্য্যন্ত পাক করিবে তৎপরে ঐ স্থালীর মুখ সরা চাপা দিয়া বন্ধ করিয়া অন্তর্ধূমে তিন দিবস পাক করিবে সতর্কতা পূর্ব্বক পাক করিতে হইবে, যেন দগ্ধ না হয়। পরে জলে ধুইয়া শুষ্ক করত চূর্ণ করিবে। এই প্রকারে মণ্ডূর শোধন হয়।

শুক্ত করণ।

অন্নমণ্ড /৪ চার সের, কাঁজি, ৮০ অশী সের, দধি /২ সের, গুড় /২ দুই সের, কাঁজির অধঃস্থিত অন্ন /১ এক সের, আদা /২ দুই সের, পিপ্পলী, জীরা, সৈন্ধব, হরিদ্রা, মরিচ প্রত্যেকে ২ পল, এই সকল একত্রে ঘৃতভাণ্ডে আট দিন রাখিবে। পরে ইহার সহিত দারচিনি, এলাচ, তেজপাতা, কেশর এই সকল চূর্ণ প্রত্যেকে ৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইলে শুক্ত হয়।

গন্ধদ্রব্য শোধন।

পঞ্চপল্লব জলে গন্ধদ্রব্য সকল ধৌত করিয়া আম, জাম, কদবেল, ছোলঙ্গনেবু ও বেল এই পঞ্চ বৃক্ষের পল্লব অষ্ট গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্টে গ্রহণ করিবে। ইহাকে পঞ্চ পল্লব তোয় বলে। সর্ব্ব প্রকার গন্ধদ্রব্য শোধিতে এই পঞ্চ পল্লব ক্বাথ ব্যবহার হয়।

নখী শোধন।

১। মহিষীর বিষ্ঠা জলে গুলিয়া সেই জলে কিম্বা তিন্তিড়ীর জলে অভাবে কৃষ্ণ বর্ণ মৃত্তিকা মিশ্রিত জলে নখী

সিদ্ধ করত ধুইয়া কাট খোলায় ভাজিবে। পুনর্ব্বার গুড় ও হরীতকীর জলে সিদ্ধ করিয়া লইলে নখী শোধন হয়।

প্রকারান্তর।

মহিষীর বিষ্ঠা, তেঁতুল পত্র, গোময় বা মৃত্তিকার সহিত নখী জলে সিদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ ঘৃতে ভাজিয়া গুড় মিশ্রিত হরীতকীর জলে ধুইলে নখী শোধন হয়।

বচ শোধন।

গোমূত্রের সহিত মুড়মুড়িয়া মিশ্রিত করিয়া তাহাতে বচ সিদ্ধ করত পুনর্ব্বার পঞ্চ পল্লবের জলে ও গন্ধকের বাষ্পস্বেদ দিলে বচ শোধন হয়। এইরূপে হরিদ্রা শোধন করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবে।

মুথা শোধন।

মুথাকে কিঞ্চিৎ কুটিয়া এক দিন কাঁজিতে রাখিবে। অনন্তর পঞ্চ পল্লব জলে সিদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে পরে গুড়ের জলে সিক্ত করিয়া কাট খোলায় ভাজিয়া চূর্ণ করত ছাগমূত্র ও সজিনার ক্বাথে ভাবনা দিলে মুস্তক শোধন হয়।

শৈলজ শোধন।

শৈলজ কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া পঞ্চ পল্লবের জলে ধুইয়া কাঠখোলায় ভাজিয়া হরীতকী ক্বাথ ও গুড়েরজলে সিদ্ধ করিয়া নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পের সহিত একত্র রাখিলে শৈলজ শোধন হয়।

খট্টাসী শোধন।

অপামার্গাদির ক্ষার দ্বারা খট্টাসী লেপন করিয়া বাষ্প-

স্বেদ দিলে উঠিয়া যাইবে, পরে পঞ্চ পল্লবের জলে দোলা-যন্ত্রে পাক করত খলে মর্দ্দন ও স্নেহ শূন্য করিয়া ছাগমূত্র ও সজিনার ক্বাথ দ্বারা বার বার ভবনা দিয়া সজিনার মূল ও কেতকী পুষ্পের পত্র পুটে পাক করিলে খট্টাসী শোধন হয়, মৃগনাভির ন্যায় গুণ বর্ণে।

বাষ্পস্বেদ প্রকরণ।

পঞ্চ পল্লবের কিম্বা গন্ধকের জলে একটী মৃৎপাত্রে রাখিয়া তাহার উপরে একটী সচ্ছিদ্র মৃৎপাত্র দ্বারা ঢাকিবে। উভয় মৃৎপাত্রের সন্ধি স্থান মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া বন্ধ করিবে। ঐ উপরস্থিত সচ্ছিদ্র পাত্র মধ্যে দ্রব্য (যাহা বাষ্পস্বেদ দিতে হইবে।) রাখিয়া এক খানা সরা ঢাকিয়া রাখিবে। পরে নিম্নস্থ পাত্রের নীচে জ্বাল দিবে। এইরূপ স্বেদকেই বাষ্পস্বেদ বলে।

কাংস শোধন ও ভস্ম।

তামা ও রাঙে কাংস প্রস্তুত হয়। ইহার পাতলা পত্র তপ্ত করিয়া তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থের ক্বাথে তিন২ বার ডুবাইলে বিশুদ্ধ হয়। তৎপরে অর্ক দুগ্ধ দ্বারা সংপিষ্ট গন্ধক, কাংস পত্রে লেপন করিয়া মূষা মধ্যে পূরিয়া দুইবার পোড় দিলে কাংস ভস্ম হয়।

গুণ — কষায়, তীক্ষ্ণোষ্ণ, লেখন, নেত্রের হিত, রুক্ষ ও কফপিত্ত নাশক। বলকর ও পরিবর্দ্ধক।

স্বর্ণ সিন্দূর প্রস্তুত।

সুবর্ণের সূক্ষ্ম পত্র ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা একত্রে মর্দ্দন করিয়া উহার সহিত ১২ তোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া

উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া রক্ত কার্পাস ফুলের রসে ক্রমশঃ সাত বার ভাবনা দিবে। পরে উহা একটী বোতলের মধ্যে পূরিয়া বোতল বস্ত্র খণ্ড দ্বারা বেষ্টন ও কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া বালুকা যন্ত্রে ১২ বার প্রহর পাক করিবে। বোতলের মুখে এক খানি খড়ি দিয়া রাখিবে শীতল হইলে বে তল ভাঙ্গিয়া উহার গললগ্ন রস গ্রহণ করিবে।

গুণ — পুরাতন জ্বর, কাস, শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতা বিনাশক। বালকের পক্ষেও হিতকর।

রৌপ্য শোধন ও ভস্ম।

রৌপ্যের সূক্ষ্ম পত্র তপ্ত করিয়া তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থ কলাইয়ের ক্বাথে তিন২ বার ডুবাইলে শোধন হয়। তৎপরে রূপার পাতগুলি ছোট ছোট করিয়া বাটিয়া সমভাগ পারদ ও গন্ধক সহ খল করিয়া গোলাকার করত মুচীর মধ্যে পূরিয়া উত্তমরূপে লেপিয়া গজপুটে পোড় দিবে। উক্ত গোলকের নিম্নে ও উর্দ্ধে গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে, এইরূপে ১০।১২ বার পোড় দিবে রূপা ভস্ম হয়।

প্রকারান্তর।

কোন প্রকার অম্ল দ্বারা ১ ভাগ হরিতাল মর্দ্দন করিবে তদ্দ্বারা তিন ভাগ রৌপ্য পত্র লেপন করণান্তর মুসা মধ্যে পূরিয়া ও লেপ দিয়া ২০ খানি বন ঘুটের অগ্নিতে পোড় দিবে, এইরূপ ১৪ বার পোড় দিলে রৌপ্য ভস্ম হয়।

প্রকারান্তর।

নিজের আটায় স্বর্ণমাক্ষিক পিষিয়া তদ্দ্বারা রৌপ্য পত্র পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে লেপ দিয়া ও মুচীর ভিতর পূ-

রিয়া পোড় দিবে। এইরূপ ১৪ পোড়ে রৌপ্য ভস্ম হয়।

মারিত রৌপ্যের গুণ — বাত পিত্ত নাশক। স্নিগ্ধ, বয়স্থাপনক, প্রমেহঘ্ন।

রৌপ্যমাক্ষিক বা তারমাক্ষিক শোধন।

কাকতুণ্ডী, মেষশৃঙ্গী ও নেবু ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক এক বার খল করিয়া রৌদ্রে শুকাইলে শোধন হয়।

প্রকারান্তর।

৩ তিন ভাগ রৌপ্যমাক্ষিক ও ১ এক ভাগ সৈন্ধব লবণ লৌহ পাত্রে নেবুর রস দিয়া পাক করত রক্তবর্ণ হইলে শোধন হয়।

স্বর্ণমাক্ষিক শোধন।

৩ তিন ভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও ১ এক ভাগ সৈন্ধব লবণ লৌহ পাত্রে নেবুর রস দিয়া জ্বাল দিবেন। রক্তবর্ণ হইলে শোধন হয়।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসায়ন চিকিৎসায়ে শোধন ও মারণ প্রকরণ।

রসায়ন চিকিৎসা।

ধাত্বাদির সংক্ষেপ শোধন ও মারণাদি।

গন্ধক শোধন ॥ ১ ॥

আমলাসার গন্ধক চূর্ণ করিয়া লৌহ পাত্রে গন্ধকের সম ঘৃত দিয়া উত্তপ্ত করত গন্ধক চূর্ণ দিবেন। গন্ধক গলিয়া গেলে চতুর্গুণ দুগ্ধে নিঃক্ষেপ করিলে গন্ধক শোধন হয়।

ভেলা শোধন ॥ ২ ॥

দুগ্ধে সিদ্ধ করিলে ভেলা শোধন হয়।

গোময় জলে সিদ্ধ করিয়া জলে ধৌত করত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ভাঙ্গিয়া আটা লইবেন।

লৌহ শোধন ॥ ৩ ॥

ইস্পাতের পাতলা পাত আগুনে গরম করিয়া ঘোল, ত্রিফলা, তৈল, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থকলায়ের ক্বাথে ৭ সাত সাত বার ডুবাইলে শোধন হয়।

পরে হামানদিস্তায় চূর্ণ করত গোমূত্রে খল করিয়া লৌহ পাত্রে রাখিয়া মৃত্তিকা বস্ত্রের লেপ দিয়া গজপুটে ঘুটিয়ার আগুণে পোড় দিবেক। এইরূপ এক শত হইতে এক সহস্র বার পোড় দিলে সিদ্ধ হয়। প্রত্যেক বার গোমূত্র দিয়া খল করিবেন।

স্বর্ণমাক্ষিক শোধন ॥ ৪ ॥

৩ তিন ভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও ১ এক ভাগ সৈন্ধব লবণ লৌহ পাত্রে নেবুর, টাবা নেবুর ও জম্বীর নেবুর রস দিয়া পাক করিবেন রক্তবর্ণ হইলে শোধন হয়।

রৌপ্যমাক্ষিক বা তারমাক্ষিক শোধন ॥ ৫ ॥

কাকড়াশৃঙ্গী, মেষশৃঙ্গী ও নেবু ইহাদের রসে এক এক বার খল করিয়া রৌদ্রে শুকাইলে শোধন হয় ॥ ১ ॥

৩ তিন ভাগ রৌপ্যমাক্ষিক ও ১ এক ভাগ সৈন্ধব লবণ লৌহ পাত্রে নেবুর রসদিয়া পাক করিবেন রক্তবর্ণ হইলে শোধন হয় ॥ ২ ॥

হিঙ্গুল শোধন ॥ ৬ ॥

নেবুর রসে ৭ সাতবার ও মেষ দুগ্ধে ৭ সাত বার খল করিয়া শুকাইলে হিঙ্গুল শোধন হয়। প্রত্যেক বারে খল করিয়া শুকাইয়া পুনঃ নেবু বা মেষদুগ্ধ দিবেন এইরূপে ১৪ চৌদ্দ বার হইবেক।

হিঙ্গুল হইতে পারানির্গত করণ ॥ ৭ ॥

/১ এক সের হিঙ্গুলকে নেবু ও নিমপাতার রসে খল করিয়া চাকি করত হাঁড়ির মধ্যে পানের উপর রাখিয়া উপরে জল পূর্ণ মালসা দিয়া হাঁড়ির মুখে উত্তমরূপে লেপ দিবেন। পরে কঠিন জ্বাল ১২ বার ঘণ্টা দেওয়া বিধি। মালসার জল গরম হইলে তুলিয়া লইয়া শীতল জল দিবেন। পরে মালসার তলায় সংলগ্ন পারা চাঁচিয়া লইয়া নেবুর রসে মাড়িয়া জলে সিদ্ধ করিয়া লইবেন। এই পারা সর্ব্ব কার্য্যোপযোগী ঔষধে ব্যবহার্য্য।

তিন দিন জম্বীর নেবুর রসে ভাবনা, পরে আলমবীর রসে ৭ সাত বার ভাবনা দিয়া জম্বীর ও চাঙ্গেরী নেবুর রসে আপ্লুত করিয়া। মতান্তরে পালিদামাদারের রস ও জম্বীর নেবুর রসে এক প্রহর হিঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঊর্দ্ধ পাতন করিবেন। রসেন্দ্র সারসংগ্রহ।

হিঙ্গুল মারণ ॥ ৮ ॥

৪ চার তোলা শোধিত উত্তম হিঙ্গুলের ঢেলা লইয়া মুচিতে এক পোয়া নেবুর রস /৫ পাঁচ সের পেঁয়াজের রস দিয়া অগ্নি তাপে মাড়িয়া /।০ এক পোয়া কুঁচিলা, /।০ এক পোয়া কস্তুরী, /।০ এক পোয়া রাই, /১ এক সের পেঁয়াজ ও /১ এক সের মধু একত্রে পিষিয়া ডেলা করত উহার মধ্যে হিঙ্গুল দিয়া আট প্রহর কঠিন জ্বাল দিলে হিঙ্গুল সিদ্ধ হয়। ওজনে ঠিক থাকে রঙ লাল হয়।

শোধন — নেবুর রসে ৭ সাত বার ভাবনা দিলে শোধন হয়।

স্বর্ণ শোধন ॥ ৯ ॥

স্বর্ণের সুক্ষ্ম পত্র আগুণে লাল করিয়া তৈলে, ঘোলে, কাঁজিতে, গোমুত্রে ও কুলত্থকলায়ে প্রত্যেকে তিন তিন বার চুবাইলে শোধন হয়।

রৌপ্য শোধন ॥ ১০ ॥

রূপার সুক্ষ্ম পত্র আগুণে গরম করিয়া তৈলে, ঘোলে কাঁজিতে, গোমূত্রে ও কুলত্থকলায়ে তিন তিন বার চুবাইলে শোধন হয়।

পিত্তল শোধন ॥ ১১ ॥

পিত্তলের সূক্ষ্ম পত্র আগুণে গরম করিয়া তৈলে, ঘোলে, কাঁজিতে, গোমূত্রে ও কুলথ কলায়ের ক্কাথে তিন তিন বার চুবাইলে শোধন হয়।

তাম্র শোধন ॥ ১২ ॥

তামার সূক্ষ্ম পত্র আগুণে লাল করিয়া তৈলে, ঘোলে, কাঁজিতে, গোমূত্রে ও কুলথ কলায়ে তিন তিন বার চুবাইলে শোধন হয়।

সীসা শোধন ॥ ১৩ ॥

আগুণে গলাইয়া তৈলে, ঘোলে, কাঁজিতে, গোমূত্রে ও কুলত্থ কলায়ের ক্কাথে তিন তিন বার চুবাইলে শোধন হয়। পুনঃ তিন তিন বার আকন্দের দুগ্ধে নিঃক্ষেপ করিলে উত্তমরূপ শোধন হইয়া থাকে।

দস্তা শোধন ॥ ১৪ ॥

দস্তা গরম করিয়া তৈলে, ঘোলে, কাঁজিতে, গোমূত্রে, কুলথকলায়ে তিন তিন বার চুবাইয়া পুনঃ তিন তিন বার আকন্দের দুগ্ধে নিঃক্ষেপ করিলে শোধন হয়।

অভ্র শোধন ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণাভ্র আগুণে উত্তপ্ত করিয়া দুগ্ধে ৩ তিন বার নিঃক্ষেপ করিবেক। পরে চূর্ণ করত তণ্ডুলোদকে ও অম্ল রসে অষ্ট প্রহর খল করিলে শুদ্ধ হয়।

স্বর্ণ ভস্ম ॥ ১৬ ॥

বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও উহার দ্বিগুণ পারা নেবুর রসে ঘুঁটিয়া বটী করত উহার সমান গন্ধক চূর্ণ নীচে উপর দিয়া সরায়

সম্পুট করত ১৪ চতুর্দ্দশ বার গজপুটে আঁচ দিলে স্বর্ণ ভস্ম হয়।

সোণা গালাইয়া উহার সমান সীসা দিয়া শীতল করত চূর্ণ করিবেন। পরে নেবুর রসে বটী করিয়া ইহার নীচে গন্ধক প্রদান পূর্ব্বক সরায় সম্পুট করত ঘুঁটের আঁচ দিলে স্বর্ণ ভস্ম হয়।

অভ্র মারণ ॥ ১৭ ॥

শোধিত অভ্র আকন্দ আটা বা পাতার রস বা ক্বাথ, গোমুত্র বা বটের জটার রস বা ক্বাথে সাত সাত বার ও ঘৃতে এক বার ভাবনা দিয়া পোড় দিলে অভ্র মারণ সিদ্ধ হয়।

লৌহ জারণ ॥ ১৮ ॥

শোধিত লৌহ গোমুত্রে পিষিয়া হাজার পোড় দিলে জারণ হয়।

লৌহ ভস্ম ॥ ১ ॥

লৌহ চূর্ণ ও উহার দশমাংশ হিঙ্গুল দিয়া ঘৃতকুমারীর-রসে খল করত পোড় দিলে ভস্ম হয়।

শোধিত পারা ও লৌহ চূর্ণ দিয়া পোড় দিলে ভস্ম হয়।

মনঃশিলা শোধন ॥ ২০ ॥

নেবুর রসে সাত বার ভাবনা। আদার রসে সাত বার ভাবনা বা ছাগ মুত্রে দোলাযন্ত্রে তিন দিন পাক করিয়া ছাগ পিত্তে ৭ সাত বার ভাবনা দিলে মনঃশিলা বিশুদ্ধ হয়।

রসাঞ্জন শোধন ॥ ২১ ॥

নেবুর রসে খল করত এক দিন সূর্য্যোত্তাপে রাখিলে শোধন হয়। আমরুলের রসেও হইয়া থাকে।

গৈরিক শোধন ॥ ২২ ॥

নেবুর রসে এক দিন খল করিয়া সূর্য্যোত্তাপে রাখিলে শোধন হয়। আমরুল পাতার রসেও হইয়া থাকে।

৭ সাত বার দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিলে শোধন হয়।

হীরাকস শোধন ॥ ২৩ ॥

নেবুর রসে এক দিন খল করিয়া সূর্য্যোত্তাপে রাখিলে শোধন হয়। আমরুলের রসেও হইয়া থাকে ॥

কড়ি শোধন ॥ ২৪ ॥

নেবুর রসে এক দিন খল করিয়া সূর্য্যোত্তাপে রাখিলে শোধন হয়। আমরুলের রসেও হইয়া থাকে।

সোহাগা ॥ ২৫ ॥

নেবুর রসে খল করিয়া এক দিন সূর্য্যোত্তাপে রাখিলে শোধন হয়। আমরুলের রসেও হইয়া থাকে। এবং ।৷০ আধ সের সোহাগা ও পাঁচ আনা চুণ ও ৩০ ত্রিশ ছটাক জলে গুলিয়া পুরু বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া সূর্য্যোত্তাপে বা অগ্নি সন্তাপে জল আশোষণ করিয়া ছাঁকিয়া লইলে বিশুদ্ধ সোহাগা পাওয়া যায়।

শঙ্খ শোধন ॥ ২৬ ॥

এক দিন সূর্য্যোত্তাপে নেবুর রসে খল করিয়া দিলে শোধন হয়। আমরুলের রসেও হইয়া থাকে।

ফট্‌কিরি শোধন ॥ ২৭ ॥

নেবুর রসে খল করত এক দিন সূর্য্যোত্তাপে রাখিলে শোধন হয়। আমরুলের রসেও হইয়া থাকে।

জলে ভিজাইয়া শুকাইলে বিশুদ্ধ ফট্‌কিরির দানা পা-

ওয়া যায়।

বঙ্কুষ্ঠ শোধন ॥ ২৮ ॥

নেবুর রসে খল করত এক দিন সূর্য্যোত্তাপে রাখিলে শোধন হয়। আমরুলের রসেও হইয়া থাকে।

সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ॥ ২৯ ॥

৭ সাত বার দুগ্ধে নিমজ্জিত করিলে শোধন হয়।

তুঁতিয়া শোধন ॥ ৩০ ॥

ঘৃত ও মধু দিয়া মাড়িয়া মুচির মধ্যে পোড় দিয়া তিন বার ঘোলের ভাবনা দিলে বিশুদ্ধ হয়।

তুঁতের দশমাংস সোহাগা দিয়া খল করত মধ্যম আঁচ দিবেন। পুনঃ দধির পুট দিয়া জ্বাল পরে মধুর পুট দিলে তুঁতিয়া শোধন হয়।

হরিতাল শোধন ॥ ৩১ ॥

হরিতাল দোলা যন্ত্রে, কাঁজিতে, কুষ্মাণ্ডের রসে, তিল তৈলে ও ত্রিফলার ক্বাথে এক এক প্রহর করিয়া ৪ চার প্রহর জ্বাল দিলে বা ভিজাইয়া রাখিলে শোধন হয়।

কুমড়া বা চুনের জলে ভিজাইয়া রাখিলে শোধন হয়।

হরিতাল ভস্ম ॥ ৩২ ॥

এক দিন পুনর্নবার রসে হরিতাল খল করত গোলা করিয়া শুকাইবেন পরে পুনর্নবার ক্ষার মালসায় অর্দ্ধেক দিয়া তদুপরি হরিতালের ঢেলা রাখিয়া মুখে চাপা দিয়া, মুখ মৃত্তিকা বস্ত্রের লেপ দিয়া বদ্ধ করিবেন। পরে ৫ পাঁচ দিন জ্বাল দিলে ভস্ম হইবেক। কর্পূরের ন্যায় শ্বেত হয়।

হরিতাল দুই ভাগ পারা ১ এক ভাগ ফট্‌কিরি ৫ ভাগ এক পাত্রে করলার রসে খল করিয়া শুষ্ক করত প্রদীপ বা সধার পুটপাক করিলে সুন্দর রূপে ভস্ম হইয়া যাইবেক।

তবকী হরিতাল পানের বোঁটা ছেঁচিয়া তাহার ভিতরে পুরিয়া বিল ঘুঁটের আঁচ দিলে ভস্ম হইয়া যায়।

প্রবাল শোধন ॥ ৩৩ ॥

ত্রিফলার ক্বাথে সিদ্ধ করিলে প্রবাল শোধন হয়।

প্রবাল মারণ ॥ ৩৪ ॥

শোধিত প্রবাল মুচির মধ্যে রাখিয়া পোড় দিয়া চূর্ণ করিলে মারণ সিদ্ধ হয়।

মুক্তা শোধন ॥ ৩৫ ॥

জয়ন্তী পাতা বা বকপুষ্পের রসে সিদ্ধ করিলে মুক্তা শোধন হয়।

মুক্তা ভস্ম ॥ ৩৬ ॥

শোধিত মুক্তা মুচী মধ্যে পূরিয়া পোড় দিলে ভস্ম হয়।

মুক্তা জারণ ॥ ৩৭ ॥

মুক্তা ঘৃতে ভাজিয়া চূর্ণ করিবেক।

পারা শোধন ॥ ৩৮ ॥

গৃহধুল, ইষ্টকচূর্ণ, পানের রস, রসুনের রস, জয়ন্তা-পাতার রস, হরিদ্রাচূর্ণ, আদার রস, নিসিন্দাপাতার রস, ধুতুরাপাতার রস, সিদ্ধি পাতার রস, ত্রিফলা, চুণ, ত্রিক - চূর্ণ, গোক্ষুর চূর্ণ, ঘৃতকুমারীর রস, কাঁজী, চিতার ক্বাথ, লেবুর রস, সৈন্ধব লবণ, রাইসরিষা, নিশাদল, হিঙ, ও

তিন দিবস মৃত্তিকা প্রোথিত, মেষ লোম, গরম কাঁজিতে ধৌত ও এরণ্ড পাতার রসে ক্রমশঃ খল করিলে পারা শোধন হয়।

নিশাদল শোধন ॥ ৩ ॥

নিশাদল গরম জলে দ্রব করিয়া ছাঁকিয়া মালসায় রাখিলে দানা বাঁধে ও নীচে জমে উহা শুকাইয়া বোতলে রাখিবেন।

কাংস শোধন ॥ ৪০ ॥

কাঁসার পাতলা পাত তপ্ত করিয়া তৈল, ঘোল, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থের ক্বাথে ৩ তিন তিন বার ডুবাইলে শোধন হয়।

কাংস ভস্ম ॥ ৪১ ॥

আকন্দের আটায় আমলাসার গন্ধক পিষিয়া শোধিত কাংস পাত্রে সমভাগ লেপ দিয়া দুই বার পোড় দিলে ভস্ম হয়।

পিত্তল ভস্ম ॥ ৪২ ॥

আকন্দের আটায় আমলাসার গন্ধক পিষিয়া শোধিত পিত্তল পত্রে সমভাগ লেপ দিয়া দুই বার পোড় দিলে পিত্তল ভস্ম হয়।

সীসা ভস্ম ॥ ৪৩ ॥

পানের রসে মনঃশিলা পিষিয়া সীসার পাতে লেপ দিয়া বার বার (৩২ বার পর্য্যন্ত) পোড় দিলে ভস্ম হয়।

দস্তা ভস্ম ॥ ৪৪ ॥

মৃৎপাত্রে বা লৌহ কড়ায় দস্তা গলাইয়া যবক্ষার, তেঁতুল-

ছার ও অশ্বত্থছাল চূর্ণ চতুর্থাংশ দিয়া অনবরত নাড়িলে দস্তা ভস্ম হয়। পরে জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইবেন।

রাঙ্ শোধন ॥ ৪৫ ॥

রাঙ্ গালাইয়া মেষ দুগ্ধ, তৈল, ঘোল, কাঁজি, গোমূত্র কুলত্থকলায় ও আকন্দপাতায় তিন তিন বার ডুবাইলে অথবা কেবল আকন্দের দুগ্ধে ৭ সাত বার ডুবাইলে শোধন হয়।

রাঙ্ ভস্ম ॥ ৪৬ ॥

মৃৎপাত্রে লৌহ কড়ায় যবক্ষার, তেঁতুল ছাল ও অশ্বত্থ ছাল চূর্ণ চতুর্থাংশ দিয়া অনবরত নাড়িলে রাঙ্ ভস্ম হয়। পরে জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইবেন।

খর্পর শোধন ॥ ৪৭ ॥

খণ্ড খণ্ড করিয়া গোমূত্রে তিন দিন সূর্য্যোত্তাপে রাখিলে শোধন হয়। প্রতি দিন গোমূত্র দিবেক।

নেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিলে অথবা কদলী পত্রের মূলের রস দিয়া রৌদ্রে রাখিলে শোধন হয়।

শম্বূক। (শম্বূক) শোধন ॥ ৪৮ ॥

এক দিন নেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিলে শোধন হয়।

শম্বূক ভস্ম ॥ ৪৯ ॥

শরায় সম্পুট করত ঘুঁটের আগুণে পোড় দিলে ভস্ম হয়।

শুক্তি [ঝিনুক] শোধন ॥ ৫০ ॥

এক দিন নেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিলে শোধন হয়।

[শুক্তি] ঝিনুক ভস্ম ॥ ৫১ ॥

সরায় সংপুট করিয়া ঘুঁটের আগুণে পোড় দিলে ভস্ম হয়।

কড়ি ভস্ম ॥ ৫২ ॥

সরায় সংপুট করত ঘুঁটের আগুণে পোড় দিলে ভস্ম হয়।

শঙ্খ ভস্ম ॥ ৫৩ ॥

সরায় সংপুট করিয়া ঘুঁটের আগুণে পোড় দিলে ভস্ম হয়।

কাট বিষ শোধন ॥ ৫৪ ॥

খণ্ড খণ্ড করিয়া এক দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে শোধন হয়।

পারা ভস্ম ॥ ৫৫ ॥

পারা ১ ভাগ, রাঙ ২ দুই ভাগ একটি মাটীর পাত্রে নিমের ডালে ঘুঁটিয়া অপর এক মাটীর পাত্র ঢাকা দিয়া ১২ বার ঘণ্টা আঁচ দিলে ভস্ম হইবেক।

বঙ্গ তাম্র ভস্ম ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গ তাম্র সমভাগ উভয়ের সমান লবণ দিয়া মৃত্তিকা পাত্রে গেজপুট জ্বাল দিলে সুন্দর রূপে ভস্ম হইয়া যায়।

শঙ্খ বিষ শোধন ॥ ৫৭ ॥

খণ্ড খণ্ড করিয়া গোমূত্রে তিন দিন সুর্য্যোত্তাপে রাখিলে শোধন হয়। প্রতি দিন নূতন গোমূত্র দিবেক।

নেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিলে শোধন হয়। অথবা কদলী মূলের রসে।

দারমুজ শোধন ॥ ৫৮ ॥

নেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিলে শোধন হয়। গোমূত্রে ভিজাইয়া রৌদ্রের উত্তাপে ৩ তিন দিন রাখিলে শোধন হয়।

আফিম, গাঁজা, সিদ্ধি, ধূস্তুর বীজ, কুঁচ, আকন্দ, সিজ, বিষঙ্গলীয়া, করবী ইত্যাদি উপবিষ শোধন ॥ ৫৯ ॥

দুগ্ধপূর্ণ ভাণ্ডে দোলা যন্ত্রে ভূর্জ্জপত্র বা বস্ত্র বাঁধিয়া সিদ্ধ করিলে শোধন হয়।

মধু শোধন ॥ ৬০ ॥

তিন ভাগ চাকের মধু ও এক ভাগ জল মৃৎপাত্রে অগ্ন্যুত্তাপে ফেণা হইয়া জল নিঃশেষ হইলে শোধন হয়।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসায়ন চিকিৎসা গ্রন্থে ধাত্বাদির সংক্ষেপ শোধন ও মারণাদি।

রসায়ন চিকিৎসা।

বিবিধ বিষয়ক।

স্বরস।

কাঁচা দ্রব্য পিষিয়া বস্ত্রে নিঙ্ড়াইয়া লইলে অথবা শুষ্ক দ্রব্য ১ এক তোলায় আট তোলা জল দিয়া সিদ্ধ করত ২ দুই তোলা থাকিতে নামাইয়া লইলে অথবা শুষ্ক দ্রব্য চূর্ণ করত পরিমাণ মত জলে ভিজাইয়া রাখিলে স্বরস বলে। কখন কখন কাঁচা দ্রব্যে কিঞ্চিৎ জল দিয়া রস বাহির করিয়া লইতে হয়।

তণ্ডুলোদক।

দুই তোলা আতপ চাউলকে আট তোলা জলে ভিজাইয়া কচ্লাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে সেই জল ঔষধে ব্যবহার্য্য। ভাল মাজা আতপ চালে চুন দেওয়া থাকে সাধারণ চাল ব্যবহার্য্য।

হিম বা শীতল কষায়।

এক তোলা দ্রব্য চূর্ণ করত ১০ দশ তোলা জলে এক রাত্রি ভিজাইয়া সকালে ছাঁকিয়া লইলে সেই জলকে শীতল কষায় বলে।

পাত্র।

কাচ, প্রস্তর, মাটী, স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রে ঔষধ প্রস্তুত প্রশস্ত।

ক্ষীর পাক।

মন্থ।

কোন দ্রব্য চূর্ণ বরফ জলে কচ্লাইয়া ছাঁকিয়া লইলে সাধারণে মথা বহে।

ফাণ্ট।

গরম জলে দ্রব্য চূর্ণ বা পত্রাদি ফেলিয়া উহার কস ছাঁকিয়া লওয়াকে ফাণ্ট কহে।

কল্ক।

কাঁচা আদ্রনি ও শুষ্ক দ্রব্য জলে পিষিয়া লওয়াকে কল্ক বলে।

চূর্ণ।

শুষ্ক দ্রব্য কুটিয়া ও কাঁচা দ্রব্য বাটিয়া অগ্নি বা রৌদ্রে শুকাইয়া পুনরায় পিষিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লওয়াকে চূর্ণ কহে।

ভাবনা।

কাঁচা দ্রব্যের রস, শুষ্কের কষায়, ক্বাথ মত তরল দ্রব্যের দ্বারা শুষ্ক দ্রব্যকে ভিজাইয়া লওয়াকে ভাবনা কহে।

পুট পাক।

আম, জাম বা বট পাতা, কাঁচা দ্রব্যকে বেষ্টন করিয়া মৃত্তিকার পুরু করিয়া লেপ দিয়া আগুণে পোড়াইয়া লইলে পুটপাক কহে।

উষ্ণ জল।

আগুণে জল ফুটিলে উষ্ণ হয়।

ক্ষীর পাক।

দুগ্ধের সমান জল দিয়া সিদ্ধ করত জল মরিয়া গেলে পাক সিদ্ধ হয়

ক্বাথ।

এক গুণে যোল গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করত চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ঈষদুষ্ণ পান বিধি।

অবলেহ।

ক্বাথের চতুর্থাংশ চিনি, গুড় বা মধু দিয়া পাক করত ঘন হইলে অবলেহ হয়।

বটী।

চূর্ণ দ্রব্য জল, মধু, চিনি, গুড় বা মিশ্রীর রস ও গঁদ আদিতে মাখিয়া মুগ, মরিচ, কুঁচ আদির ন্যায় গোল গোল করিলে বটী বলে।

সন্ধিত।

দ্রব পদার্থে কোন দ্রব্য অনেক দিন ভিজাইয়া রাখিলে সন্ধিত বলে।

আসব।

গুড় আদি দ্রব্যকে জল মিশ্রিত করিয়া চুবাইলে আসব অর্থাৎ মদ্য প্রস্তুত হয়। রৌদ্রে রাখিলেও হয়।

অরিষ্ট

জলে ঔষধ কুটিয়া মধু বা গুড় দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে সেই কষায় জলকে অরিষ্ট বলে।

মহাপুট।

চতুষ্পার্শে ও গভীর দুই হাত গর্ত্ত করিয়া এক হাজার ঘুঁটে নীচে ঔষধ রাখিয়া তাহার উপর পাঁচ শত ঘুঁটে দিয়া জ্বাল দিলে মহাপুট বলে।

গজ পুট।

চতুষ্পার্শ্ব ও গভীর দেড় হাত গর্ত্তে এক হাজার ঘুঁটে সাজাইয়া তদুপরি ঔষধ তার উপর পাঁচ শত ঘুঁটের পোড় দিলে গজপুট বলে।

অন্যান্য পুট।

কৌক্কুট পুট ষোল আঙ্গুলে, বারাহ পুট এক বিতস্তিতে হয় ইত্যাদি।

পুট।

মৃৎপাত্রে ঔষধ রাখিয়া মৃৎপাত্র ঢাকা দিয়া বস্ত্র মৃত্তিকার লেপ প্রদান পূর্ব্বক গর্ত্ত করিয়া নীচে উপর ঘুঁটে দিয়া পোড় দিলে পুট কহে।

বালুকা যন্ত্র।

হাঁড়িতে বালি পূর্ণ করিয়া বোতলে ঔষধ পুরিয়া গলা পর্য্যন্ত বালিতে ডুবাইয়া জ্বাল দিবেন এই বালুকা যন্ত্র।

দোলা যন্ত্র।

গোমূত্র, ঘোল, কাঁজি যাহা হয় এক হাঁড়ি দিয়া উহার মধ্যে ঔষধ কাপড় বা ভূর্জ্জপত্রে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া জ্বাল দিবেন ইহাকে দোলা যন্ত্র বলে।

স্বেদ যন্ত্র।

একটী কলসীতে জল দিয়া কাপড়ে মুখ বাঁধিয়া তাহার উপর ঔষধ রাখিয়া জ্বাল দিলে স্বেদন যন্ত্র বলে।

বিদ্যাধর যন্ত্র।

হাঁড়ির মধ্যে পারা বা হিঙ্গল দিয়া উপরে হাঁড়ি বা মালসা দিয়া বস্ত্রমৃত্তিকার লেপ দিয়া উপরের পাত্রে শী

জল জল থাকিবে নীচে জ্বাল দিবেন ইহাকে বিদ্যাধর যন্ত্র বলে।

ভূধর যন্ত্র।

মৃৎপাত্রে পারা রাখিয়া বালী চাপা দিয়া ঘুঁটের জ্বাল দেওয়াকে ভূধর যন্ত্র বলে।

ডমরু যন্ত্র।

দুইটি ঘট একটির মধ্যে পারা দিয়া একত্র মুখ বন্ধ করিয়া পারাস্থ ঘটে জ্বাল দিলে ডমরু যন্ত্র বলে।

বিল ঘুঁটে।

মাঠে গোময় শুকাইয়া যে ক্ষুদ্র২ ডাল মত হয় তাহাকে বিল ঘুঁটে বলে।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের রসায়ন গ্রন্থে
বিবিধ বিষয়ক।
সমাপ্ত।

কলিকাতা।
শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক দ্বারা ৮ নং নিমতলা ঘাট
ইষ্ট্রিট হইতে প্রকাশিত ও তদ্দ্বারা
সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।
ইং ১৮৮৬ সাল।